লির নাশ এবং বল্মীকের সঞ্চয় দেখিয়া দান এবং পাঠ এবং
বাণিজ্যাদি কর্ম্মেতে দিন নিরর্থক করিবে না। যেহেতুক বলবানের
ভার কি ব্যবসায়ির দূর কি গুণবানের বিদেশ কি প্রিয়ভাষির পর
কি। অনন্তর সুদুর্গনামে মহারণ্যে গমন করত তাহার সঞ্জীবক
ভগ্নপদ হইয়া পড়িল তাহাকে দেখিয়া বর্দ্ধমান চিন্তা করিল নী
তিজ্ঞ লোক ইতস্ততো ব্যবসায় করুক কিন্তু ইহার ফল পুনঃ তা
হাই হয় যাহা বিধাতার মনে থাকে কিন্তু সকল কর্ম্মের বিঘ্ন যে
বিস্ময় ইহা সর্ব্ব প্রকারে ত্যাজ্য সেইহেতুক বিস্ময়কে পরিত্যাগ
করিয়া সাধ্য কর্ম্মেতে সিদ্ধি বিধান কর। ইহা ভাবনা করিয়া সঞ্জী
বককে সেইস্থানে পরিত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমান পুনর্ব্বার আপনি
ধর্ম্মপুরনাম নগরে গিয়া বৃহৎ শরীর এক অন্য বলীবর্দ্দকে আনিয়া
ভার যোজনা করিয়া চলিল।X অনন্তর সঞ্জীবকও কোন প্রকারে
তিন খুরেতে ভর করিয়া উঠিল যেহেতুক অগাধ জলেতে মগ্ন ও
পর্ব্বতহইতে পতিত ও তক্ষককর্ত্তৃক দষ্ট ইহারদের মর্ম্মকে পর
মায়ু রক্ষা করে। শতং শরেতে বিদ্ধ হইলেও প্রাণী অকালে
মরে না কুশাগ্রেতে স্পৃষ্ট হইলেও কালপ্রাপ্ত হইলে বাঁচে না অন্ত
রঙ্গকর্ত্তৃক অরক্ষিত ব্যক্তিও দৈবরক্ষিত হইলে থাকে অন্তরঙ্গকর্ত্তৃ
ক সুন্দররূপে রক্ষিত ব্যক্তিও দৈবহত হইলে নষ্ট হয় কাননেতে
ত্যক্ত অনাথ ব্যক্তিও বাঁচে গৃহেতে যত্ন করিলেও বাঁচে না। অ
নন্তর কএক দিন গেলে পরে সঞ্জীবক আপন ইচ্ছাতে আহার বি
হার করিয়া অরণ্যে ভ্রমণ করত হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ হইয়া নাদ করিল।
সেই বনেতে পিঙ্গল নামে এক সিংহ আপন বাহুবলোপার্জ্জিত
রাজ্য সুখানুভব করত বাস করে। সে কথা পণ্ডিতেরদিগের ক
হিয়াছেন যে মৃগেরা সিংহের অভিষেক করে না সংস্কা

রও করে না কিন্তু আপনি পরাক্রমার্জিত রাজ্যের মৃগেন্দ্রত্ব হয়। সেই সিংহ এক দিবস তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পানীয় পান করিবার নিমিত্তে যমুনার তীরে গেল সেই সিংহ ঐ স্থানে মেঘগর্জনের ন্যায় সঞ্জীবকের শব্দ শুনিল তাহা শুনিয়া জল পান না করিয়া সভয় হইয়া ফিরিয়া আপন স্থানে আসিয়া এ কি ইহা আলোচনা করত চুপ করিয়া থাকিল। ইহার মন্ত্রিপুত্র করটক দমনক দুই শৃগাল সিংহকে সেই প্রকার দেখিল। তাহাকে সেই প্রকার দেখিয়া দমনক করটককে বলিল হে মিত্র করটক এই জল পানার্থী রাজা কেন জল পান না করিয়া ভীত হইয়া আস্তেং অবস্থান করিতেছেন। করটক বলিতেছে সখে দমনক আমার মতে ইহার সেবাই করা যায় না যদি তাহা হয় তবে এ স্বামীর চেষ্টা নিরূপণে আমারদের কি প্রয়োজন যেহেতুক এই রাজাকর্তৃক অপরাধ ব্যতিরেকে আমরা অবজ্ঞাত আর বহুদিন বড় দুঃখ পাইয়াছি। আরও দেখ ভৃত্যেরা সেবার দ্বারা ধনেচ্ছা করত যে করে তাহা দেখ শরীরের যে স্বাতন্ত্র্য তাহাও মূর্খকর্তৃক হারিত হয় অপর পরাশ্রিত লোক শীত ও বাতাস ও রৌদ্রেতে যে ক্লেশ সহ্য করে বুদ্ধিমান লোক তাহার একাংশেতেও তপস্যা করিয়া সুখী হয়। অপর পরের অনধীন যে জীবিকা এই জন্মের সাফল্য যাহারা পরাধীনতাকে পাইয়াছে তাহারা যদি বাঁচে তবে কে মরিয়াছে। এবং আইস যাও পড় উঠ মৌনাবলম্বন কর এই প্রকার আশারূপ গ্রহেতে গ্রস্ত যাচকেরদের সহিত ধনবানেরা ক্রীড়া করে। আর বেশ্যা যেমন ধন পাইবার নিমিত্তে বেশ করিয়াং আপন শরীরকে পরের উপকারক করে এমনি মূঢ় লোক ধনলাভের নিমিত্তে বেশ করিয়াং আপন শরীরকে পরের উপকারক করে আর অপ

বিত্রেতেও পড়ে স্বভাবত চঞ্চল যে স্বামির দৃষ্টি সে দৃষ্টিকেও ভৃ তোরা বড় করিয়া মানে। অপর সেবা ধর্ম্ম অত্যন্ত দুর্জ্জেয় যোগিরদেরও অবোধ্য কেননা যদি মৌনেতে থাকে তবে তাহাকে মূর্খ বলে যদি বাকপটু হয় তবে তাহাকে পাগল বলে কিম্বা বহুভাষী বলে যদি ক্ষমা থাকে তবে তাহাকে ভীরু বলে যদি কিছু সহ্য না করে তবে তাহাকে প্রায় অনভিজাত বলে যদি সমীপে বৈসে তবে তাহাকে ধৃষ্ট বলে যদি দূরেতে থাকে তবে তাহাকে মৃদু বলে বিশেষে বড় হইবার নিমিত্তে নত হয় জীবনের নিমিত্তে প্রাণ পরিত্যাগ করে সুখের নিমিত্তে দুঃখী হয় অতএব চাকরহইতে অন্য মূর্খ আর কে। দমনক বলিতেছে হে মিত্র কোন প্রকারে মনেতেও ইহা কর্ত্তব্য নয় যেহেতুক যাহারা তুষ্ট হইলে অল্প কালেতেই মনস্কামনা পূর্ণ করে এমন যে ধনি লোক তাহারা কেন যত্নেতে সেব্য নয়। আরও দেখ সেবারহিতের চামরেতে উদ্ধূত সম্পদ কোথা আর উদণ্ড ও শ্বেতচ্ছত্র ও অশ্ব ও গজ ও সেনা কোথা। করটক বলিতেছে তথাপি আমারদের এ ব্যাপারে কি প্রয়োজন যে নিমিত্তে ঐ ব্যাপারেতে ব্যাপার সর্ব্ব প্রকারে ত্যাজ্য দেখ যে লোক অব্যাপারেতে ব্যাপার করিতে বাঞ্ছা করে সে কীলোৎপাটি বানরের ন্যায় নষ্ট হইয়া ভূমিতে শয়ন করে। দমনক জিজ্ঞাসিতেছে এ কি প্রকার করটক কহিতেছে।

মগধ দেশে ধর্ম্মারণ্যের নিকটে পৃথিবীতে শুভদত্ত নামে কায়স্থ কেলিগৃহ করিবার নিমিত্তে আরম্ভ করিয়াছিল তাহাতে করাত দ্বারা বিদার্য্যমাণ এক স্তম্ভের কিয়ৎপর্য্যন্ত দুই খণ্ড হইয়াছিল ঐ খণ্ডদ্বয়ের মধ্যে সূত্রধার এক কীলক নিধান করিয়া রাখিয়া

ছিল তাহাতে বানরের পাল ক্রীড়া করিতেছিল এক বানর কাল প্রেরিতের ন্যায় সেই কীলককে দুই হাতে ধরিয়া বসিল সেই কাষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে তাহার দুই অণ্ডকোষ লম্বা হইয়া পড়িয়াছিল। অনন্তর সে স্বভাবত চাপল্যহেতুক বড় প্রয়াসেতে ঐ কীলক টা নিল কীলক আকর্ষণ করিলে পরে দুই অণ্ডকোষ বিদীর্ণ হইয়া পঞ্চত্ব পাইল। এই জন্যে আমি বলি যে লোক অব্যাপারেতে ব্যাপার করিতে ইচ্ছা করে ইত্যাদি।

দমনক বলিতেছে তথাপি স্বামির চেষ্টা নিরূপণ সেবকের অবশ্য কর্ত্তব্য করটক বলিতেছে সমস্ত কার্য্যেতে নিযুক্ত যে প্রধান মন্ত্রী সেই করুক যেহেতুক ভৃত্যেরদের পরাধিকার চর্চ্চা কোন প্রকারে কর্ত্তব্য নহে দেখ যে জন প্রভু হিতেচ্ছাতে পরাধিকার চর্চ্চা করে সে বিষণ্ণ হয় যেমন চীৎকারেতে গর্দ্দভ তাড়িত হইয়াছিল। দমনক প্রশ্ন করিতেছে ইহা কি প্রকার করটক কহিতেছে।

কাশীতে কর্পূরপটক নামে এক রজক থাকে সে নবযুবতী বধূর সহিত রতি করিয়া নির্ভর আলিঙ্গন করিয়া নিদ্রিত হইয়াছে তৎপরে তাহার ঘরের দ্রব্য সকল চুরি করিবার নিমিত্তে চৌর প্রবেশ করিয়াছে। তাহার উঠানেতে এক গাধা বাঁধা থাকে এক কুক্কুরও বসিয়া থাকে। অনন্তর গাধা কুক্কুরকে বলিল হে মিত্র তোমার এই ব্যাপার তবে কেন তুমি উচ্চৈঃস্বরেতে প্রভুকে না জাগাও কুক্কুর কহিতেছে হে সখা আমার কর্ম্মের চর্চ্চা তোমার কর্ত্তব্য নয় তুমি ইহা কি জান না যেরূপেতে দিবা রাত্রি তাহার গৃহ রক্ষা করি যেহেতুক চিরকাল নির্বৃত এ ব্যক্তি আমার উপযোগিতা জানে না সেইহেতুক এখন আমার আহারদানেতে অ

নাদর হইয়াছে যেহেতুক বৈকুব্য দর্শন ব্যতিরেকে ভৃত্যেতে স্বামির মন্দাদর হয় গর্দ্দভ বলিতেছে শুন রে বর্ব্বর কার্য্য কালে যে যাচ্ঞা করে সে কি দাস আর সে মিত্রইবা কি আজ্ঞাপ্রাপ্ত না হইলেও যে জন অন্য কর্ত্তব্য ব্যাপারও করে সেই মিত্র কুক্কুর কহিতেছে কার্য্য কালে যে লোক ভৃত্যেরদিগকে সম্ভাষা করে সে কি প্রভু যেহেতুক আশ্রিতেরদিগের পোষণেতে এবং স্বামি সেবাতে এবং পুণ্যানুষ্ঠানেতে এবং সন্তান জন্মানেতে প্রতিনিধি নাই। অনন্তর গাধা ক্রোধ করিয়া কহিল আরে দুর্ব্বুদ্ধি তুই পাপিষ্ঠ যেহেতুক বিপত্তিতে প্রভুকার্য্যে উপেক্ষা করিলি হউক যে প্রকারে স্বামী জাগেন তাহা আমার কর্ত্তব্য। যেহেতুক পৃষ্ঠেতে সূর্য্যকে সেবা করিবেক উদরেতে অগ্নিকে সেবা করিবেক সর্ব্ব প্রকারে প্রভুকে সেবা করিবেক মায়ারাহিত্যেতে পরলোককে সেবা করিবেক ইহা বলিয়া অতিবড় চীৎকার শব্দ করিল। পরে সে রজক সেই চীৎকার শব্দে জাগ্রৎ হইয়া নিদ্রা ভঙ্গের ক্রোধেতে উঠিয়া লগুড়দ্বারা গাধাকে মারিল তাহাতে ঐ গর্দ্দভ পঞ্চত্ব পাইল।

এই জন্যে আমি বলি পরাধিকারচর্চ্চা কর্ত্তব্য নহে ইত্যাদি। দেখ পশুরদের অন্য বিষয় অন্বেষণ করাই অসন্নিয়োগ সংপ্রতি স্বনিয়োগের চর্চ্চা কর কিন্তু আজি সে চর্চ্চাতেও প্রয়োজন নাই কেননা আমারদের দুই জনের ভুক্তাবশিষ্ট আহার যথেষ্ট আছে। দমনক কোপ করিয়া কহিল তুমি কি কেবল আহারের নিমিত্তেই রাজাকে সেবা কর ইহা তুমি অনুপযুক্ত কহিলা যেহেতুক বন্ধু লোকেরদিগের উপকারের নিমিত্তে আর শত্রুর অপকারের নিমিত্তে রাজার আশ্রয় পণ্ডিতেরা অভিলাষ করে কেবল আপন পেট কে

না ভরে যাহার বাঁচাতে ব্রাহ্মণ ও মিত্র ও বান্ধব বাঁচে তাহারই জীবন সার্থক আপনার নিমিত্তে কে না বাঁচে অপর যে বাঁচিলে অনেক বাঁচে সেই বাঁচুক নতুবা কাকও কি চঞ্চুতে করিয়া আপন উদর পূরণ করে না দেখ কোন মনুষ্য পাঁচ কাহণেতে দাসত্ব পায় উপযুক্ত কেহ লক্ষ কার্ষাপণেতে দাসত্ব পায় কোন লোক লক্ষ কাহণেতেও লভ্য হয় না অপর সমান যে মনুষ্য জাতি তাহাতে দাসত্ব বড় নিন্দিত তাহাতেও যে প্রধান নয় সে কি জীবিতের মধ্যে গণনীয়। পণ্ডিতকর্তৃক তাহা কথিত আছে ঘোড়া ও হস্তী ও লৌহের এবং কাষ্ঠ ও প্রস্তর ও বস্ত্রের এবং স্ত্রী ও পুরুষ ও জলের যে অন্তর সে অনেক অন্তর। আর অত্যল্প ও অতিরিক্ত হয় অত্যল্প নাড়ী ও মেদ অবশিষ্ট মলিন মাংসরহিত অস্থিও পাইয়া কুক্কুর সন্তোষ পায় তাহার ক্ষুধা নিবৃত্তির নিমিত্তে হয় না সিংহ ক্রোড়েতে প্রাপ্ত শৃগালকেও ত্যাগ করিয়া হস্তিকে নষ্ট করে সমস্ত প্রাণী কষ্ট পাইলেও আপন উপযুক্ত ফল বাঞ্ছা করে। অপর সেব্য ও সেবকের অন্তর দেখ কুক্কুর গ্রাস পরিমিত, অন্নদাতার নিকটে লাঙ্গুল লাড়ে আর পদতলে পড়ে আর ভূমিতে পড়িয়া মুখ ও উদরের দর্শন করে উত্তম হস্তী মন্দং অবলোকন করে অল্পেং ভোজন করে। অপর মনুষ্যকর্তৃক খ্যাত হইয়া বিজ্ঞান ও পরাক্রম ও কীর্ত্তিতে অভজ্যমান এক ক্ষণও যে বাঁচন, পণ্ডিতেরা কাহাকেই জীবিত কহিয়াছেন কাকও চিরকাল বাঁচে বলিও ভোজন করে। অপর যে আপনার উপদেশক নয় আর দাসবর্গে দয়া না করে আর দরিদ্র লোকে দয়া না করে আর মিত্রবর্গে দয়া না করে মনুষ্যলোকে তাহার জীবনে কি ফল বায়স ও অনেক কাল বাঁচে বলিও ভোজন করে। অপরও বেদোক্ত আচারেতে

রহিত ও অনেক লোককর্ত্তৃক তিরস্কৃত ও উদরভরণমাত্রাভিলাষি ও ভদ্রাভদ্রবিবেচনারহিতান্তঃকরণ যে পুরুষ পশু, তাহার আর অন্য পশুর ভেদ কি। করটক বলিতেছে আমরা দুই জন অপ্রধান তবে আমারদের এ বিচারে কি প্রয়োজন। দমনক বলিতেছে মন্ত্রিরা কত কালে প্রাধান্য কিম্বা অপ্রধান্য পায় যেহেতুক স্বভাবেতেই কেহ কাহারও অভিমত হয় না খলও হয় না স্বকীয় চেষ্টাতেই মনুষ্যকে মহত্ত্ব কিম্বা ক্ষুদ্রত্ব পাওয়ায় আর যেমন পর্ব্বতেতে অত্যন্ত প্রয়াসে প্রস্তর উঠায় অত্যল্প কালেতেই নীচেতে ফেলে সেই রূপ গুণ ও দোষেতে আত্মা। কূপের খননকর্ত্তা যেরূপ নীচেতেং যায় এবং প্রাচীরকর্ত্তা যাদৃশ উচ্চেতে যায় এইরূপ মনুষ্য আপন কর্ম্মদ্বারাই নীচেতে যায় এবং উচ্চেতে যায় সে ভাল সকলের আত্মা আপন প্রয়াসে আয়ত্ত। করটক বলিতেছে ইহার পর তুমি কি বল সে কহিল এই রাজা পিঙ্গলক কি কারণেতে সভয় হইয়া ফিরিয়া বসিয়াছেন। করটক কহিতেছে তুমি কি যাথার্থ্য জান দমনক বলিতেছে ইহাতে অজ্ঞাত কি আছে বিজ্ঞকর্ত্তৃক কথিত আছে কথিত বিষয় পশুতেও বুঝে আদেশিত হইলে অশ্বেরা ও হস্তিরা বহন করে পণ্ডিত লোক অকথিত হইলেও বিতর্ক করে যেহেতুক বুদ্ধি পরের ইঙ্গিতজ্ঞা হয়। আকারদ্বারা ও ইঙ্গিতদ্বারা ও গমনদ্বারা ও চেষ্টাদ্বারা ও কথনদ্বারা ও চক্ষু আর মুখের বিকারদ্বারা মন অন্তঃকরণস্থ বিষয় জানে। এই ভয় প্রসঙ্গেতে বুদ্ধিপ্রভাবেতে আমি এই রাজাকে আত্মীয় করিব যে হেতুক প্রস্তাবের তুল্য বাক্য ও সদ্ভাবের তুল্য প্রিয় ও আপন শক্তিতুল্য ক্রোধ যে জানে সেই পণ্ডিত। করটক বলিতেছে হে বন্ধো তুমি সেবানভিজ্ঞ দেখ যে আহূত না হইলে নিকটে যায়

ও জিজ্ঞাসিত না হইলে অনেক কহে ও আপনাকে রাজার প্রিয় করিয়া জানে সে লোক নির্ব্বোধ। দমনক বলিতেছে হে মিত্র কেন আমি সেবানভিজ্ঞ দেখ স্বভাবেতে সুন্দর কিম্বা কুৎসিত কি আছে যাহাতে যাহার রুচি সেই তাহার সুন্দর হয় [যেহেতুক যাহার২ যে২ ভাব সেই২ ভাবেতে সেই মনুষ্যকে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধিমান লোক স্ববশ করিবে।] অপর এখানে কে ইহা জিজ্ঞাসিলে আমি অমুক ইহা কহিবেক এবং আজ্ঞা করুন ইহা কহিবেক ও শক্ত্যনুসারে রাজার আদেশলঙ্ঘন করিবে না। এবং অল্লাকাঙ্খী ও ধৈর্য্যবান্ বিজ্ঞ লোক ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা অনুগত থাকিবেক আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে আজ্ঞালঙ্ঘন করিবে না সে লোক রাজস্থানে বাস করে। করটক বলিতেছে অসময়েতে প্রবেশের কারণেতে পাছে রাজা তোমাকে অপমান করেন সে কহিল এ হউক তথাপি স্বামির সাক্ষাৎ ভৃত্যের অবশ্য কর্ত্তব্য যেহেতুক দোষের ভয়েতে যে কর্ম্মের আরম্ভ না করা সে কাপুরুষের লক্ষণ হে ভ্রাতঃ অজীর্ণ ভয়েতে কে নিকটস্থ ভোজন পরিত্যাগ করে। দেখ নির্গুণ ও অকুলীন ও অশিষ্টই বা নিকটস্থ মনুষ্যকে রাজা অনুগ্রহ করেন কেননা প্রায় রাজারা ও স্ত্রী লোকেরা ও লতা সকল নিকটে যে বাস করে তাহাকে বেষ্টন করে। করটক বলিতেছে অনন্তর সেখানে গিয়া তুমি কি বলিবা সে কহিল শুন আমাতে প্রভু অনুরক্ত কিম্বা বিরক্ত ইহা জানিব করটক বলিতেছে সে জ্ঞানের চিহ্ন কি দমনক কহিতেছে শুন দূরহইতে দেখা আর হাসা আর প্রশ্নেতে অতিশয় আদর আর অসাক্ষাৎকারেও গুণের প্রশংসা আর উত্তম দ্রব্য দেখিলে মনে করা ও সেবা যে না করে তাহাতেও অনুরক্তি আর

প্রিয় বাক্যের সহিত দান আর দোষেতেও গুণগ্রহণ অনুরক্তেতে
এই সকল চিহ্ন অপর প্রত্যাশার কাল যাপন করা আর ফলরহি
ত বাড়ান বুদ্ধিমান লোক এই সকল বিরক্ত রাজার চিহ্ন জানি
বেক ইহা জানিয়া যে প্রকারে ইনি আমার বশীভূত হন তাহা
করিব যেহেতুক অপায় দর্শনেতে জন্মে যে বিপত্তি এবং উপায়
দর্শনেতে জন্মে যে সম্পত্তি তাহাকে মেধাবি লোকেরা নীতি শাস্ত্র
দ্বারা অগ্রেতে প্রকাশমানের ন্যায় দেখে। করটক বলিতেছে ত
থাপি প্রসঙ্গ উপস্থিত না হইলে কহিতে যোগ্য হইবে না যেহে
তুক বৃহস্পতিও অপ্রাসঙ্গিক বাক্য কহত নির্ব্বুদ্ধিতা এবং বহু
কালব্যাপক অবমান পান। দমনক বলিতেছে হে সখে ভয় করি
ও না আমি অপ্রাসঙ্গিক বচন বলিব না যেহেতুক বিপৎ কালেতে
এবং পথ ত্যাগ করিয়া যাওনের কালেতে এবং কার্য্যকালের
অতিক্রম হইলে জিজ্ঞাসিত না হইলেও হিতৈষি দাসেরা জিজ্ঞাসা
করিবেক আমি অবসর কাল পাইয়াও যদি মন্ত্রণা না বলি তবে
আমার মন্ত্রিত্বই ব্যাহত হয় যেহেতুক যে গুণেতে জীবিকা হয়
আর যে গুণেতে পৃথিবীতে পণ্ডিতেরা প্রশংসা করে গুণি লোক
সে গুণ রক্ষা অবশ্য করিবেক এবং বাড়াইবেক এই নিমিত্তে
হে ভদ্র আমাকে অনুমতি কর যাত্রা করি। করটক বলিতেছে
মঙ্গল হউক পথে তোমার মঙ্গল হউক যাহা বাঞ্ছিত তাহা কর।
তদনন্তর সে বিস্ময়াপন্নের ন্যায় পিঙ্গলকের সমীপে গেল পরে দূ
রহইতেই আদরেতে রাজাকর্ত্তৃক প্রবেশিত হইয়া অষ্টাঙ্গ প্রণাম
করিয়া বসিল। রাজা কহিলেন অনেক কালের পর দেখা হইল
দমনক বলিতেছে যদ্যপি আমাভৃত্যেতে শ্রীযুত মহারাজের পা
য়ের কিছু প্রয়োজন নাই তথাপি সেবকেরা সময়বিশেষে অবশ্য

সাক্ষাৎ করিবেক এই জন্যে আমি আইলাম। অপর হে মহারাজ
দন্তের ঘষণকারক আর কর্ণের কণ্ডূয়নকারক ঘাসেতেও রাজারদি
গের কার্য্য হয় তবে অঙ্গ বাক্য হস্তবিশিষ্ট মনুষ্যেতে যে কার্য্য
হয় তাহা কি বলিব যদ্যপি বহুকাল দেবপাদকর্ত্তৃক অবজ্ঞাত আ
মার বুদ্ধি নাশের শঙ্কা হয় সে শঙ্কাও কর্ত্তব্য নয় যেহেতুক অ
বজ্ঞাত হইলেও ধৈর্য্যবৃত্তি লোকের বুদ্ধি নাশ শঙ্কনীয় নহে কেন
না অগ্নি অধঃকৃত হইলেও শিখা কখন অধেতে যায় না। হে ম
হারাজ এইহেতুক সর্ব্বপ্রকারে রাজা বিশেষজ্ঞাতা হইবেন যেহে
তুক পায়েতে মণি লুণ্ঠিত হয় মস্তকেতে কাচ ধৃত হয় যে যে প্র
কার আছে সে সেই প্রকারেই থাকে যে কাঁচ সে কাঁচই থাকে
যে মণি সে মণিই থাকে। অপর যখন বিশেষ জ্ঞানরহিত হইয়া
সকল প্রাণিতে সমানরূপে বর্ত্তেন তখন সমর্থ শত্রুপক্ষের যুদ্ধা
দিতে উদ্যোগ হয় আর উৎসাহ নষ্ট হয়। আর হে মহারাজ
উত্তম মধ্যম অধম তিন প্রকার পুরুষ হয় তিন প্রকার কর্ম্মেতে
এই তিন প্রকার পুরুষকে নিয়োগ করিবেক যেহেতুক ভৃত্য আর
অলঙ্কার উপযুক্ত স্থানেতেই নিয়োগ করিবেক কেননা পায়েতে
চূড়ামণি পরে না নূপুর মস্তকে পরে না। অপর স্বর্ণালঙ্কারে খ
চিত করিবার উপযুক্ত মণি যদি সীসকে খচিত করে তবে সে মণি
রোদন করে না শোভাই পায় না কিন্তু যোজনকর্ত্তারই নিন্দা তা
হয়। আর মুকুটেতে স্থাপিত কাঁচ আর পাদাভরণে স্থাপিত মণি
ইহাতে মণির দোষ নাই কিন্তু সাধু ব্যক্তির অবিদগ্ধতা। দেখ
এই ব্যক্তি বুদ্ধিমান অথচ অনুরক্ত এই ব্যক্তি শূর ইহাহইতে ভয়
এই রূপে ভৃত্যের ভদ্রাভদ্র বিবেচনাকর্ত্তা রাজা ভৃত্যেতে পরিপূর্ণ

হয়। তাহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন অশ্ব আর শস্ত্র আর শাস্ত্র আর বীণা আর বাক্য আর পুরুষ আর স্ত্রী ইহারা মনুষ্য বিশেষকে পাইয়া যোগ্য এবং অযোগ্য হয় অপর অশক্ত অনুরক্ত ভৃত্যোতে কি প্রয়োজন অপকারক সমর্থ দাসেতেই বা কি প্রয়োজন। হে মহারাজ ভক্ত অথচ সমর্থ আমাকে অবজ্ঞা করিতে তুমি যোগ্য হও না যেহেতুক বিজ্ঞ পরিবার লোক অবজ্ঞাতে নির্ব্বুদ্ধি হয় অনন্তর সেই দৃষ্টিতে নিকটে পণ্ডিত লোক থাকে না পণ্ডিতকর্ত্তৃক রাজা ত্যক্ত হইলে নীতি গুণবতী হয় না নীতি নষ্ট হইলে সমস্ত জগৎ বিপন্ন হয়। এবং রাজানুগৃহীত লোককে দেশস্থ সর্ব্ব জনেতেই উপাসনা করে আর রাজাকর্ত্তৃক অবজ্ঞাত যে জন সে সকল লোককর্ত্তৃক অবমানিত হয়। আর বালক হইতেও ন্যায্য বাক্য পণ্ডিতেরা গ্রহণ করিবেক কেমনা যে দেশে সূর্য্য নাই সে দেশে কি প্রদীপের প্রকাশ নাই। পিঙ্গলক বলিল ভদ্র দমনক এ কি তুমি আমার প্রধান মন্ত্রির পুত্র এত কালপর্য্যন্ত কোন খলের বাক্যেতে আইস নাই এখন কি প্রকার মানস তাহা বল। দমনক বলিতেছে হে মহারাজ প্রশ্ন করি কিঞ্চিৎ বলুন জলার্থী মহারাজ পানীয় পান না করিয়া কেন বিস্ময়াপন্নের ন্যায় রহিয়াছেন। পিঙ্গলক কহিল তুমি বিলক্ষণ কহিয়াছ কিন্তু এ রহস্য বলিবার নিমিত্তে কোন প্রত্যয়স্থান নাই তথাপি নির্জ্জন করিয়া কহি শুন ইদানী এই বন অপূর্ব্ব প্রাণিতে অধিষ্ঠিত হইয়াছে অতএব আমারদিগের ত্যাজ্য এই নিমিত্তে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি এবং আমিও বড় আশ্চর্য্য শব্দ শুনিয়াছি শব্দানুসারেতে এ প্রাণির বড় বল হইবে। দমনক বলিতেছে হে মহারাজ এ বড় ভয়ের কারণ বটে সে শব্দ আমরাও শুনিয়াছি কিন্তু সে কি মন্ত্রী যে আগে

তেই স্থান ত্যাগ পশ্চাৎ যুদ্ধ উপদেশ করে আর এই ক্রিয়ার স
ন্দেহেতে দাসেরদের উপযোগিতা জানিবেক যেহেতুক মিত্র ও
স্ত্রী ও দাসবর্গের আর বুদ্ধির আর বলের আর শরীরের সারত্ব বি
পত্তিরূপ কষ্টি পাথরেতে লোক জানে। সিংহ বলিতেছে ভদ্র
আমার বড় শঙ্কা হইতেছে দমনক মনেতে পুনর্ব্বার কহিল এই
রূপ না হইলে রাজ্য সুখ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইবার নি
মিত্তে আমাকে সন্তাপ করিতেছ দমনক স্পষ্ট করিয়া বলিতেছে
হে মহারাজ যাবৎ পর্য্যন্ত আমি বাঁচিয়া আছি তাবৎ পর্য্যন্ত ভয়
কর্ত্তব্য নয় কিন্তু করটক পুভৃতি আমাকেও আশ্বাস করুন যেহেতুক বি
পদের পুতীকারের সময়ে পুরুষসমূহ পাওয়া দুর্লভ। অনন্তর
সেই দমনক করটক রাজকর্ত্তৃক সর্ব্বস্বদ্বারা সম্মানিত হইয়া ভয়ের
পুতীকার করিতে পুতিজ্ঞা করিয়া চলিল। করটক গমন করত
দমনককে কহিল হে মিত্র ভয়ের কারণ কি পুতীকারের যোগ্য
কিম্বা পুতীকারের অযোগ্য ইহা না জানিয়া ভয়ের শান্তি করিতে
পুতিজ্ঞা করিয়া কি পুকারে এ মহাপুসাদ গুহণ করিলা যেহেতুক
উপকার না করিয়া কাহারও উপঢৌকন লইবে না বিশেষে রা
জার দেখ যাহার পুসন্নতাতে বৃদ্ধি হয় এবং পরাক্রমেতে জয়
হয় এবং ক্রোধেতে মৃত্যু হয় অতএব সেই তেজঃপুঞ্জ তাহাই
জান শিশু রাজাকে এ মনুষ্য ইহা বলিয়া অবজ্ঞা করিবেক না যে
হেতুক এ মহতী দেবতা মনুষ্যরূপে থাকে। দমনক হাসিয়া ব
লিল হে সখে চুপ করিয়া থাক আমি ভয়ের কারণ জানিয়াছি
আঁড়িয়া গরুর শব্দ সে বলীবর্দ্দ আমারদের ভক্ষণীয় সিংহের
পুনু কি। করটক বলিতেছে যদ্যপি এমন তবে পুভুর ভয় কি
সেই স্থানেতে কেন ভীতি খণ্ডন করিলা না। দমনক বলিতেছে

যদি রাজার ভয় সেইখানেতেই যায় তবে কি প্রকার এ মহাপ্রসাদ লাভ হয়। এবং ভৃত্যকর্ত্তৃক স্বামী কখন নিরপেক্ষ কর্ত্তব্য নয় প্রভুকে নিরপেক্ষ করিয়া ভৃত্য দধিকর্ণের ন্যায় হয়। করটক প্রশ্ন করিতেছে এ কি রূপ দমনক কহিতেছে।

✝উত্তরাপথে অর্ব্বুদশিখর নামে পর্ব্বতে মহাপরাক্রমবিশিষ্ট দুর্দ্দান্ত নামে এক সিংহ থাকে পর্ব্বতের গহ্বরেতে নিদ্রিত তাহার কেশাগ্র কোন উন্দূর প্রত্যহ কাটে তদনন্তর কেশাগ্র ছিন্ন দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া গর্ত্তমধ্যে স্থিত মূষিককে না পাইয়া ভাবনা করিল যে ক্ষুদ্র শত্রু হয় পরাক্রমেতে ধরা না যায় তাহাকে নষ্ট করিবার নিমিত্তে তাহার তুল্য সেনা করিবেক, এই আলোচনা করিয়া সেই সিংহ গ্রামে গিয়া বিশ্বাস করিয়া দধিকর্ণ নামে বিড়ালকে যত্নেতে আনিয়া মাংস আহার দিয়া আপন কন্দরেতে রাখিল অনন্তর সেই ভয়েতে মুষিকও বিবরহইতে বাহির হয় না সেই হেতুক ঐ সিংহ অচ্ছিন্নকেশর হইয়া সুখেতে নিদ্রা যায় যখনং উন্দূরের শব্দ শুনে তখনং মাংস ভোজনদ্বারা সে বিড়ালকে সম্বর্দ্ধনা করে। তাহারপর এক দিবস সেই মুষিক ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বাহিরে চরত মার্জ্জারকর্ত্তৃক প্রাপ্ত হইয়া মরিল তদনন্তর সেই সিংহ অনেক কালপর্য্যন্ত মূষিককে দেখে না তাহার শব্দও শুনে না তখন তাহার অনুপযোগিতাহেতুক বিড়ালেরও আহার দানেতে মন্দাদর হইল পরে অনাহারহেতুক দধিকর্ণ দুর্ব্বল হইয়া অবসন্ন হইল। এই নিমিত্তে আমি বলি প্রভুকে নিরপেক্ষ করিয়া ইত্যাদি।

✝তৎপরে দমনক করটক সঞ্জীবকের নিকট গেল সেখানে করটক গাছের তলাতে সাটোপ করিয়া বসিল দমনক সঞ্জীবক

সমীপে যাইয়া বলিল অরে বলদ এই আমি রাজা পিঙ্গলক কর্ত্তৃক বন রক্ষার নিমিত্তে নিযুক্ত করটক নামে সেনাপতি আজ্ঞা করিতেছেন শীঘ্র আইস নতুবা এই বনহইতে দূরে যা অন্যথা তোমার মন্দ ফল হইবে না জানি প্রভু কুপিত হইয়া কি করিবেন তাহা শুনিয়া সঞ্জীবক আইল। রাজারদিগের আজ্ঞালঙ্ঘন ব্রাহ্মণেরদিগের অনাদর স্ত্রীরদের পৃথক্ শয্যা শস্ত্রব্যতিরেকে বধ। তাহারপর দেশাচারানভিজ্ঞ সঞ্জীবক ভীত হইয়া নিকটে গিয়া করটককে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেক। তাহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন বলহইতে বুদ্ধিই বড় যাহার না থাকাতে হস্তির এই অবস্থা। অনন্তর সঞ্জীবক সশঙ্ক হইয়া কহিল হে সেনাপতে আমার কি কর্ত্তব্য তাহা কহন করটক বলিতেছে হে বৃষভ এই বনেতে থাক আমারদিগের ভূপতির পাদপদ্মকে প্রণাম কর সঞ্জীবক বলিতেছে অভয় বাক্য আমাকে দেও তবে যাই। করটক কহিতেছে শুন রে আঁড়িয়া এ শঙ্কা মিথ্যা শ্রূয়মান চেদিরাজাকে প্রত্যুত্তর না দিয়া কৃষ্ণ মেঘের শব্দের তুল্য ধ্বনি করিলেন যেহেতুক সিংহ শৃগালের শব্দ করে না। সর্ব্ব প্রকারে নীচেতে নম্র ও কোমল ঘাসকে বায়ু উন্মূলন করে না অতিউচ্চ বৃক্ষ সকলকেই উৎপাটন করে কেননা বড় লোক বড় লোকেতে পরাক্রম করে। তদনন্তর তাহারা সঞ্জীবককে কিছু দূরে রাখিয়া পিঙ্গলক সন্নিধানে গেল। তাহারপর রাজা তাহারদিগকে সাদরে দেখিলেন তাহারা প্রণাম করিয়া বসিল ভূপাল কহিলেন সে তোমার দৃষ্ট হইয়াছে দমনক বলিল মহারাজ দেখিয়াছি কিন্তু মহারাজ যাহা জানিয়াছেন সেই রূপ এ অতিবড় মহারাজকে দেখিতে অভিলাষ করে কিন্তু এ অতিশয় বলবান অতএব সসজ্জ হইয়া

বসিয়া দেখুন শব্দ মাত্রেতেই ভয় করিবেন না বিজ্ঞকর্ত্তৃক তাহা কথিত আছে ভয়ের কারণ না জানিয়া শব্দমাত্রে ভয় কর্ত্তব্য নয় শব্দের নিমিত্ত জানিয়া কুটনী গৌরব পাইয়াছিল। রাজা জিজ্ঞাসিলেন এ কি প্রকার। দমনক কহিতেছে।

শ্রীপর্ব্বতের মধ্যে ব্রহ্মপুর নামে নগর থাকে তাহার শিখরের এক প্রদেশে ঘণ্টাকর্ণ নামে এক রাক্ষস বাস করে এই জনরব শুনা যায়। এক দিবস ঘণ্টা লইয়া পলায়মান কোন চোর ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইল তাহার হাতহইতে পতিত ঘণ্টা বানরেরা পাইল্ বানর সেই ঘণ্টা সর্ব্বক্ষণ বাজায় তাহারপর নগরস্থ লোকেরা সেই মনুষ্যকে ভক্ষিত দেখিল আর সর্ব্বদা ঘণ্টারবও শুনে তাহারপর ঘণ্টাকর্ণ রুষ্ট হইয়া মনুষ্য সকলকে খায় ঘণ্টাও বাজায় ইহা বলিয়া সকল লোক নগরহইতে পলাইল। অনন্তর করালা নামে কুটনী পরামর্শ করিয়া অনুক্ষণ এই ঘণ্টাবাদ্য হয় তবে কি বানরেরা ঘণ্টা বাজায় ইহা আপনি জানিয়া রাজাকে জানাইল হে মহারাজ যদ্যপি কিছু ধন ব্যয় কর তবে আমি এই ঘণ্টাকর্ণকে সাধন করি তাহারপর রাজা তাহাকে ধন দিল কুটনী মণ্ডল আঁকিয়া গণেশাদি পূজায় বড় বাহুল্য দেখাইয়া আপনি মর্কটেরদিগের প্রিয় ফল লইয়া বনে প্রবেশ করিয়া ফল সকল ফেলিয়া দিল তৎপরে বানরেরা ঘণ্টা পরিত্যাগ করিয়া ফলাসক্ত হইল কুটনী ঘণ্টা লইয়া নগরে আসিয়া সর্ব্ব জনের মান্যা হইল অতএব আমি বলি ভয়ের কারণ না জানিয়া শব্দমাত্রেতেই ভয় কর্ত্তব্য নয়।

অনন্তর সঞ্জীবককে আনিয়া দেখা করাইলেক। পশ্চাৎ সেই

স্থানেতেই আশ্রিত হইয়া পরস্পর অত্যন্ত প্রীতিতে বহু কাল বাস করে। অনন্তর কদাচিৎ সেই সিংহের ভ্রাতা স্তব্ধকর্ণনামা সিংহ আইল তাহার আতিথ্য করিয়া বসিয়া পিঙ্গলক তাহারি ভোজনের নিমিত্তে পশু নষ্ট করিতে চলিল ইত্যবসরে সঞ্জীবক বলিতেছে হে মহারাজ আজি নষ্ট মৃগের মাংস কোথায় ভূপতি কহিল দমনক করটক জানে সঞ্জীবক বলিতেছে জানুন কি আছে বা নাই সিংহ বিবেচনা করিয়া বলিল তাহা নাই সঞ্জীবক বলিতেছে তাহারা কি প্রকারে এত মাংস খাইল রাজা বলিল খাইয়াছে ব্যয় করিয়াছে অবজ্ঞাও করিয়াছে প্রতাহই এই রূপ সঞ্জীবক বলিতেছে শ্রীযুত মহারাজের চরণের অজ্ঞাতে কি রূপে এমন করে নৃপতি কহিলেন আমার অগোচরেতেই করে। অনন্তর সঞ্জীবক বলিল ইহা উপযুক্ত নহে বিজ্ঞেরা ইহা কহিয়াছেন হে মহারাজ বিপৎ প্রতীকার ব্যতিরেকে স্বামিকে নিবেদন না করিয়া আপনি কোন কর্ম্ম করিবে না। অপর যেমন ঝারি মুখের দ্বারা অনেক জলাদির গ্রহণ করে নালের দ্বারা অত্যল্প ত্যাগ করে এইরূপ মন্ত্রি লোক অনেক মুদ্রাদি আদায় করিবেক অ অত্যল্প ব্যয় করিবেক কেননা হে মহারাজ কোন সময়েতে পুরুষ কি মূর্খ হয় কি দরিদ্র হয় কিম্বা তুচ্ছ হয় যেহেতুক সেই মন্ত্রী সর্ব্বদা ভাল যে পাঁচ গণ্ডা কড়িও বাড়ায় কোষাধিকারির কোষই প্রাণ রাজার প্রাণ প্রাণ নহে। আর অন্য কুলাচারেতে পুরুষ মান্য হয় না কেননা নির্ধন হইলে আপন স্ত্রীও ত্যাগ করে পর কি। রাজার এ বড় দোষ ধনাদির অতিরিক্ত ব্যয় আর না দেখা আর অধর্ম্মেতে উপার্জন আর অধিক দান আর দূরে রাখা এই

সকল ভাণ্ডারের ব্যসন যেহেতুক আয় না দেখিয়া আপন ইচ্ছাতে শীঘ্র ব্যয় করিলে কুবেরের তুল্য ধনবানও ক্ষুদ্র হয়। স্তব্ধকর্ণ বলিতেছে শুন ভাই এই দমনক করটক চির কালের আশ্রিত সন্ধি বিগ্রহ কার্য্যেতে নিযুক্ত ধনাধিকারেতে নিয়োগ কর্ত্তব্য নহে। আর নিয়োগের প্রসঙ্গেতে আমি যাহা শুনিয়াছি তাহা আমি কহি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বান্ধব ইহারা অধিকারেতে প্রশস্ত নয় ব্রাহ্মণ ন্যায্য ধনও কষ্টেতেও দেয় না ক্ষত্রিয় ধনেতে নিযুক্ত হইলে অবশ্য অস্ত্র দেখায় বন্ধু জ্ঞাতিভাবেতে সর্ব্বস্ব আক্রমণ করিয়া গ্রাস করে বহু কালের দাস নিযুক্ত হইয়া অপরাধেও শঙ্কারহিত হয় সে প্রভুকে অনাস্থা করিয়া যথেষ্টাচরণ করে উপকারক ব্যক্তি অধিকারী হইয়া আপন অপরাধ মানে না উপকারকে ধ্বজাতে করিয়া সমস্তই লুকায় ক্ষুদ্র স্বরেতে পরামর্শকারক মন্ত্রী আপনি রাজার ন্যায় আচরণ করে সে লোক সর্ব্বদা পরিচয়েতে নিশ্চয় অবজ্ঞা করে অন্তঃকরণ দুষ্ট ক্ষমাবান্ লোক নিশ্চয় সকল অনর্থকারক হে মহারাজ ইহাতে দৃষ্টান্ত শকুনি আর শকটার। অমাত্য সর্ব্বদা সাধ্য নহে কেননা সকলেই ধনবান্ হয় যেহেতুক সিদ্ধ লোকেরদিগের এই আজ্ঞা যে ধন চিত্তের বিকারকে করে প্রাপ্ত ধনের সংগ্রহ, এবং দ্রব্যের বিনিময় এবং উপরোধ এবং উপেক্ষা এবং নির্ব্বুদ্ধিতা এবং উপভোগ এই সকল মন্ত্রির দোষ। নিযুক্ত লোকের স্থানে ধন লইবার উপায় আর রাজপুরুষেরদিগের প্রত্যয় পরীক্ষা আর প্রতিপত্তি করান আর অধিকারের পরিবর্ত্ত এ সকল দুষ্ট ব্রণ যেমন অতিশয় পীড়িত হইলে অন্তরস্থ পূয়াদিকে উদ্ধার করে তেমনি হে মহারাজ অধিকারস্থ লোকেরা অতিশয় পীড়িত হইলে অন্তরস্থ

বস্তুকে বাহির করে। হে মহারাজ নিযুক্ত লোকেরদিগকে ব্যর স্থার বুঝিবেক একবার পীড়ন করিলে কি স্নানবস্ত্র শীঘ্র জলত্যাগ করে এই সকল সময়ানুসারে জানিয়া ব্যবহার কর্ত্তব্য। সিংহ বলিতেছে এই প্রকার বটে কিন্তু ইহারা দুই জন সর্ব্বথা আমার বচনকারী নয়। স্তব্ধকর্ণ বলিতেছে এ সকল সর্ব্বপ্রকারে অনুপ যুক্ত যেহেতুক আদেশের লঙ্ঘনকারক আপন পুত্রেরদিগকেও রাজা ক্ষমা করিবেন না রাজার অন্তঃকরণস্থ অনুরাগের বিশেষ কি। স্তব্ধ ব্যক্তির যশ নষ্ট হয় অশিষ্ট লোকের মিত্রতা নষ্ট হয় অজিতেন্দ্রিয়ের কুল নষ্ট হয় ধনপর ব্যক্তির ধর্ম্ম নষ্ট হয় ব্যসনি লোকের বিদ্যা নষ্টা হয় কৃপণ জনের সুখ নষ্ট হয় যে রাজার মন্ত্রী প্রমত্ত হয় তাহার রাজ্য নষ্ট হয়। অপর চোরহইতে এবং নিয়োগি পুরুষহইতে এবং বিপক্ষহইতে এবং রাজার প্রিয় লোকহইতে আর আপন লোভহইতে রাজা পিতার ন্যায় প্রজার দিগকে রক্ষা করিবেক। হে ভ্রাতঃ সর্ব্বপ্রকারে আমার বাক্য কর আমরাও ব্যবহার করিয়াছি এই সঞ্জীবক শস্যভক্ষক অর্থাধি কারে ইহাকে নিয়োগ কর। এই কথাতে তাহা করিলে পরে সমস্ত বান্ধব পরিত্যাগ করিয়া অতিশয় স্নেহেতে পিঙ্গলক সঞ্জী বকের কাল যাইতেছে। অনন্তর দাসেরদেরও আহারদানেতে শৈথিল্য দর্শনহেতুক দমনক করটক পরস্পর ভাবনা করিতেং দম নক করটককে কহিল হে মিত্র কি কর্ত্তব্য আত্মকৃত এ দোষ আপনি দোষ করিলে খেদ করা অনুচিত। তাহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন আমি স্বর্ণ রেখাকে স্পর্শ করিয়া আর দূতী আপনা কে বান্ধিয়া আর সাধু রত্ন লইতে ইচ্ছা করিয়া আপন দোষে

তে ইহারা দুষ্টিত। করটক বলিতেছে এ কি প্রকার। দমনক কহিতেছে।

কাঞ্চনপুর নাম নগরে বীরবিক্রম নামা এক রাজা থাকে তাহার ধর্ম্মাধিকারিকর্তৃক বধ্যভূমিতে নীয়মান কোন নাপিতকে এই লোক বধ্য নয় ইহা কহিয়া কন্দর্পকেতু নামে সন্ন্যাসী বস্ত্রের আঁচলে ধরিল রাজপুরুষেরা কহিল কেন এ বধ্য নহে। সন্ন্যাসী কহিতেছে সিংহলদ্বীপেতে জীমূতকেতু রাজার কন্দর্পকেতু নামা পুত্র আমি একদিন আমি ক্রীড়া কাননে থাকিয়া পোতবণিকের মুখেতে শুনিলাম যে এই সমুদ্র মধ্যে চতুর্দ্দশী তিথিতে আবির্ভূত কল্প বৃক্ষের তলেতে রত্নসমূহের কিরণদ্বারা মনোহর পালঙ্গেতে উপবিষ্টা সর্ব্বাভরণে ভূষিতা লক্ষ্মীর ন্যায় সুন্দরী বীণা বাজাইতেছেন এমন কোন কন্যা দেখা যান। অনন্তর আমি পোতবণিককে লইয়া নৌকাতে আরোহণ করিয়া সেখানে গেলাম। তাহার পর সেখানে গিয়া পর্য্যঙ্কেতে অর্দ্ধমগ্না সেই প্রকার তাহাকে অবলোকন করিলাম তৎপরে সে সখীর সহিত সাগরমধ্যে মগ্না হইয়া অদৃশ্যা হইল। তাহার পর তাহার সৌন্দর্য্যগুণেতে আকৃষ্ট হইয়া আমিও তাহার পশ্চাৎ ঝম্প দিলাম তদনন্তর এক স্বর্ণ নগর পাইয়া সুবর্ণ প্রাসাদে সেই রূপ খট্টাতে স্থিতা বিদ্যাধরী কর্তৃক সেব্যমানা আমাকর্তৃক দৃষ্টা হইল। সেও আমাকে দূরহইতে দেখিয়া সখীকে পাঠাইয়া আদরেতে সম্ভাষ করিল। তাহার সখী আমাকর্তৃক পৃষ্টা হইলে কহিল কন্দর্পকেলি নামে বিদ্যাধর চক্রবর্ত্তির রত্নমঞ্জরী নামে কন্যা ইনি ইহার নিয়ম আছে যে ব্যক্তি আসিয়া আপন চক্ষুতে কনক পত্তন দেখিবেক সেই পিতার অগোচরেতেও আমাকে বিবাহ করিবেক এই মনের প্র

তিজ্ঞা এইহেতুক ইহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহেতে আপনি স্বীকার করুন। অনন্তর গান্ধর্ব্ব বিবাহ হইলে পরে তাহার সহিত ক্রীড়া করত সেই স্থানে আমি থাকি। তাহার পরে এক দিবস নির্জ্জনেতে সে কহিল হে নাথ আপন ইচ্ছাতে এই সমস্ত উপভোগ কর কিন্তু চিত্রিত এই স্বর্ণরেখা নামে বিদ্যাধরীকে কদাচ স্পর্শ করিবা না। পশ্চাৎ আমি কৌতুকাবিষ্ট হইয়া স্বর্ণরেখাকে আপন হস্তেতে স্পর্শ করিয়া চিত্রিতাও সেই স্বর্ণরেখাকর্ত্তৃক পাদপদ্ম দ্বারা তাড়িত হইয়া আসিয়া আপন দেশেতে পড়িলাম অনন্তর ব্যথিত হইয়া সন্ন্যাসী হইয়া পৃথিবীতে ভ্রমণ করত এই নগরীকে পাইলাম।

পরে গত দিবসে গোপগৃহেতে শয়ন করিয়া দেখিলাম সন্ধ্যাকালে অন্তরঙ্গের পালন করিয়া গোপ আপন গৃহে আসিয়া আপন ভার্য্যাকে দূতীর সহিত কোন পরামর্শ করিতে দেখিল তাহার পর সেই গোপীকে তাড়না করিয়া স্তম্ভেতে বন্ধন করিয়া শয়ন করিল অনন্তর অর্দ্ধরাত্রেতে ঐ নাপিতের স্ত্রী দূতী সেই গোপীর নিকট যাইয়া কহিল তোমার বিরহরূপ অনলদগ্ধ ঐ ব্যক্তি কন্দর্পবাণেতে জর্জ্জরিত মুমূর্ষু তুল্য আছে পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন রাত্রিতে চন্দ্রকর্ত্তৃক অন্ধকার বিনাশিত হইলে কন্দর্প দেখিয়া যুবারদিগের মন বেধ করে তাহার সেইরূপ অবস্থা দেখিয়া দুঃখিতান্তঃকরণ হইয়া তোমার অনুবর্ত্তিতে আসিয়াছি সেইহেতুক আমি এখানে আপনাকে বান্ধিয়া থাকি তুমি সেখানে যাইয়া তাহাকে পরিতোষ করিয়া ত্বরাতে আসিবা সেই প্রকার করিলে পরে সে গোপ জাগিয়া বলিল সম্প্রতি রে পাপাত্মা তোরে উপপতির নিকটে লই। অনন্তর যখন এ কিছুই না বলিল

তখন গোপ রুষ্ট হইয়া অহঙ্কারেতে আমার বাক্যেতে উত্তরও দিলি না ইহা কহিয়া রোষেতে সে ছুরি লইয়া ইহার নাসিকা কাটিল তাহা করিয়া পুনর্ব্বার শুইয়া নিদ্রা গেল। অনন্তর গোপী আসিয়া দূতীকে জিজ্ঞাসা করিল বৃত্তান্ত কি দূতী কহিল আমাকে দেখ মুখই বৃত্তান্ত কহিতেছে। ইহার পর সেই গোপী ঐ রূপ করিয়া আপনাকে বান্ধিয়া থাকিল ঐ দূতী সেই ছিন্ন নাসিকা লইয়া আপন গৃহে প্রবেশ করিয়া থাকিল। তাহার পর প্রভাতসময়েতেই ঐ নাপিত আপন ভার্য্যার নিকট ক্ষুরভাণ্ড চাহিলে পরে একখানি ক্ষুর দিলেক। অনন্তর সমস্ত ভাণ্ড না পাইয়া জাতক্রোধ হইয়া ঐ নাপিত সেই ক্ষুর দূরহইতে ঘরেতে ফেলিয়া দিল। অনন্তর দূতী আর্ত্তধ্বনি করিয়া এ ব্যক্তি অপরাধ ব্যতিরেকে আমার নাসিকা ছেদন করিল ইহা বলিয়া ধর্ম্মাধিকারির নিকটে ইহাকে আনিলেক। ঐ গোপী সেই গোপকর্তৃক পৃষ্টা হইয়া কহিলেক অরে গোপ মহাসতী আমাকে কে নিরূপণ করিতে পারে আমার নিষ্পাপ ব্যবহার অষ্ট দিকপালেরা জানেন যেহেতুক সূর্য্য চন্দ্র বায়ু অগ্নি স্বর্গ পৃথিবী জল অন্তঃকরণ যম দিবা রাত্রি দুই সন্ধ্যা ধর্ম্ম ইহারা মনুষ্যের চরিত্র জানেন যদ্যপি আমি পরম সতী হই তোমাকে ত্যাগ করিয়া অন্যকে না জানি অন্য পুরুষকে স্বপ্নেতেও না ভজি তবে সেই পুণ্যেতে আমার ছিন্ন নাসা অচ্ছিন্না হউক আমি তোমাকে ভস্ম করিতে পারি কিন্তু তুমি ভর্ত্তা লোকভয়েতে উপেক্ষা করি দেখ আমার মুখ তাহার পর যখন গোপ প্রদীপ জ্বালিয়া তাহার মুখ দেখে তখন তুঙ্গনাসিক মুখ দেখিয়া তাহার পায়েতে পড়িল আমি ধন্য যাহার গৃহিণী এতাদৃশা পরম সতী। এই বিবরণ শুনিয়া

সেই রাজা সেই দূতীকে আর গোপীকে গ্রামহইতে বাহির করি
য়া দিল নাপিত গৃহে গেল ।

এই যে সন্ন্যাসী আছেন ইহার বৃত্তান্তও বলি ইনি নিজগৃহ
হইতে বাহির হইয়া দ্বাদশ বৎসরেতে মলয় সমীপহইতে এই
পুরী পাইয়াছেন এ স্থানে বেশ্যা গৃহে শয়ন করিয়াছিলেন সেই
কুট্টনীর গৃহদ্বারেতে কাষ্ঠনির্ম্মিত বেতাল ছিল তাহার মস্তকে
তে এক উত্তম রত্ন থাকে তাহাতে এই লোভি সাধু রাত্রিতে উঠি
য়া মণি লইবার নিমিত্তে যত্ন করিলেন তখন সেই বেতালকর্ত্তৃক
সূত্রসঞ্চারিত হস্তদ্বয়ের দ্বারা ধৃত হইয়া ঐ ব্যক্তি আর্ত্তস্বর ক
রিল । অনন্তর কুট্টনী উঠিয়া কহিল পুত্র মলয়ের নিকটহইতে
তুমি আসিয়াছ সে সকল রত্ন ইহাকে দেও নতুবা এ তোমাকে
ছাড়িবে না এ চেটক এই প্রকার । তদনন্তর ইনি সমস্ত রত্ন সম
র্পণ করিলেন যে প্রকারে ইনি হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া আসিয়া আমার
দিগের সহিত মিলিলেন । এই সকল শুনিয়া রাজপুরুষেরা ন্যা
য়েতে ধর্ম্মাধিকারিকে প্রবৃত্ত করাইলেক । অতএব আমি বলি স্বর্ণ
রেখাকে আমি স্পর্শ করিয়া ইত্যাদি ।।

অনন্তর এই দোষ স্বয়ংকৃত ইহাতে ক্রন্দন উচিত নয় কিঞ্চিৎ
কাল বিবেচনা করিয়া কহিল হে মিত্র ইহাঁর দগের যেমন সৌহা
র্দ্দ আমি করাইয়াছি তেমনি সুহৃদ্ভেদও আমি করিব যেহেতুক
চিত্রকর লোকেরা যেমন সমান স্থানকেও উচ্চ নীচ দেখায় তে
মনি অতিশয় খল লোকেরা মিথ্যাকেও সত্য করিয়া দেখায় ।
অপর কার্য্য উপস্থিত হইলে যাহার বুদ্ধি ভ্রংশ না হয় সে লোক
বিপৎ সকলকে তরে যেমন গোপী দুই উপপতি করিয়া বিপৎ
হইতে তরিয়াছিল । করটক জিজ্ঞাসা করিলেক এ কি প্রকার ।
দমনক কহিতেছে ।

দ্বারবতী নামে পুরীতে কোন গোপের বধূ থাকে সে ভ্রষ্টা গ্রামের কোটালের এবং তাহার পুত্রের সহিত ক্রীড়া করে পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন কাষ্ঠেতে অগ্নি তৃপ্ত হয় না নদীতে সমুদ্র তৃপ্ত হয় না সমস্ত প্রাণিতেও যম তৃপ্ত হয় না পুরুষেতে স্ত্রী লোক তৃপ্ত হয় না। অপর স্ত্রী লোক দানেতে তুষ্ট হয় না ও সম্মানেতে তুষ্ট হয় না ও সরলোতে তুষ্ট হয় না ও সেবাতে তুষ্ট হয় না ও শস্ত্রেতে বশীভূতা হয় না ও শাস্ত্রেতে বশীভূতা হয় না যেহেতুক স্ত্রী জাতিরা সর্ব্ব প্রকারে বিষম। অনন্তর এক দিন সে দণ্ডনায়কের পুত্রের সহিত ক্রীড়া করত থাকে পরে দণ্ডনায়কও ক্রীড়া করিবার নিমিত্তে সে স্থানে আইল। তাহাকে আসিতে দেখিয়া তাহার পুত্রকে ডোলেতে ফেলিয়া দণ্ডনায়কের সহিত সেই প্রকারেই ক্রীড়া করিতেছে অনন্তর তাহার ভর্ত্তা গোপ গোষ্ঠহইতে আইল তাহাকে দেখিয়া গোপী কহিল—হে কোটাল তুমি লগুড় লইয়া ক্রোধ দেখাইয়া শীঘ্র যাও কোটাল সেই প্রকার করিলে পরে গোপ গৃহেতে আসিয়া পত্নীকে জিজ্ঞাসিলেক কি নিমিত্তে দণ্ডনায়ক এ স্থানে আসিয়াছিল সে কহিতেছে এ ব্যক্তি কোন কার্য্যের নিমিত্তে পুত্রের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছে সে পুত্রও তাড্যমান হইয়া এখানে আসিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে আমি তাহাকে ডোলে ফেলিয়া রাখিয়াছি তাহার পিতা অন্বেষণ করিয়া দেখিতে পাইল না এই নিমিত্তে এ রুষ্ট হইয়া যাইতেছে তাহার পর সে কোটালপুত্রকে ডোলহইতে বাহির করিয়া দেখাইল। তাহা পণ্ডিতকর্ত্তৃক কথিত আছে স্ত্রী লোকেরদিগের আহার দ্বিগুণ বুদ্ধি চতুর্গুণ ব্যবসায় ছয়গুণ কাম অষ্টগুণ অতএব আমি বলি কার্য্য উপস্থিত হইলে যাহার বুদ্ধি নষ্ট না হয় ইত্যাদি।

করটক বলিতেছে এই প্রকার হউক কিন্তু ইহার পর পরস্পর স্বভাবেতে উপজাত অতিবড় স্নেহ কি প্রকারে ভেদ করাইতে শক্য দমনক বলিতেছে উপায় কর, পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন উপায়েতে যাহা করিতে শক্য হয় বিক্রমেতে তাহা করিতে শক্য হয় না যেমন কাকী স্বর্ণসূত্রের দ্বারা কাল সর্পকে নষ্ট করিয়াছিল। করটক জিজ্ঞাসা করিতেছে এ কি প্রকার। দমনক কহিতেছে।

কোন বৃক্ষেতে কাকদম্পতী বাস করে বৃক্ষ কোটরে স্থিত তাহারদিগের সন্তান সকল কাল সর্পেতে খায়। তদনন্তর পুনর্ব্বার কাকী অন্তরাপত্যা হইয়া কাককে কহিল হে স্বামি এ বৃক্ষ ত্যাগ কর এই তরুতে অবস্থিত কৃষ্ণসর্প সর্ব্বদা আমারদিগের সন্তানকে ভক্ষণ করে যেহেতুক দুষ্টা স্ত্রী খল মিত্র প্রত্যুত্তরদায়ক দাস আর সর্পের সহিত বর্ত্তমান গৃহেতে বাস এই সকল মৃত্যুর স্বরূপ ইহাতে সন্দেহ নাই। বায়স বলিতেছে হে প্রিয়ে ভয় কর্ত্তব্য নয় মুহুর্ম্মুহু আমি ইহার অতিশয় অপরাধ সহিয়াছি সম্প্রতি আর ক্ষমা কর্ত্তব্য নয়। বায়সী কহিল কি প্রকারে এই বলবানের সহিত তুমি যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবা। কাক কহিতেছে এ শঙ্কা বৃথা যেহেতুক যাহার বুদ্ধি তাহার বল নির্ব্বুদ্ধির কোথায় বল দেখ শশককর্ত্তৃক মদোন্মত্ত সিংহ বিনাশিত হইল। কাকী কহিল ইহা কি প্রকার। কাক কহিতেছে।

মন্দর নাম পর্ব্বতে দুর্দ্দান্ত নামে এক সিংহ থাকে সে নিরন্তর পশুরদিগের বধ করে অনন্তর সকল পশুরা মিলিয়া সেই সিংহকে নিবেদন করিল হে সিংহ কি নিমিত্তে এক কালেতেই পশু বধ কর যদি অনুগ্রহ হয় তবে আমরাই আপনকার আহারের

নিমিত্তে প্রত্যহ একং পশু উপঢৌকন দেই অনন্তর সিংহ বলিল তোমারদের যদি এই অভিমত তবে তাহাই হউক তদবধি সেই সিংহ একং পশু উপঢৌকন ভক্ষণ করত থাকে। অনন্তর এক দিবস এক বৃদ্ধ শশকের পালা আইল সে চিন্তা করিল জীবি তাশাহেতুক ভয়প্রযুক্ত বিনয় করে যদি পঞ্চত্ব পাই তবে সিংহের অনুনয়ে আমার কি প্রয়োজন এইহেতুক মন্দং গমন করি। তাহার পর সিংহও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া কোপেতে তাহাকে কহিল কি নিমিত্তে তুই বিলম্ব করিয়া আসিতেছিস শশক বলিল মহারাজ আমি অপরাধী নই পথেতে আগমন করত আমি অন্য সিংহ কর্তৃক বলেতে ধৃত হইয়াছিলাম তাহার সাক্ষাৎ পুনশ্চ আগমনের নিমিত্তে দিব্য করিয়া প্রভুকে নিবেদন করিতে এখানে আইলাম সিংহ রুষ্ট হইয়া কহিল শীঘ্র গিয়া দেখা সে দুষ্টাত্মা কোথা থাকে তাহারপর শশক তাহাকে লইয়া এক গভীর কূপ দেখাইবার নিমিত্তে গেল সেখানে যাইয়া প্রভু আপনি দেখুন ইহা কহিয়া সেই কূপ জলে সিংহ আপনারি প্রতিবিম্ব দেখিল অনন্তর ঐ সিংহ কোপেতে কম্পিত হইয়া অহঙ্কারেতে তাহার উপরে আপনাকে প্রক্ষেপ করিয়া পঞ্চত্ব পাইল। অতএব আমি বলি যাহার বুদ্ধি তাহার বল ইত্যাদি।

বায়সী কহিল আমি সকল শুনিলাম ইদানী যে প্রকার কর্ত্তব্য তাহা বল বায়স কহিল এই সন্নিধিবর্ত্তি সরোবরে রাজপুত্র প্রত্যহ আসিয়া স্নান করেন স্নান কালে তাঁহার শরীরহইতে নামিত জল সমীপস্থ প্রস্তরেতে স্থাপিত স্বর্ণসূত্র চঞ্চুতে করিয়া ধরিয়া আনিয়া এই কোটরে রাখিবা। অনন্তর কোন দিন স্নান করিবার নিমিত্তে রাজকুমার জলে প্রবেশ করিলে কাকী তাহা

করিল পরে রাজপুরুষেরা স্বর্ণসূত্রের অনুসারে গিয়া সেই বৃক্ষ কোটরে কাল সর্পকে দেখিল এবং মারিল। অতএব আমি বলি উপায়েতে যাহা করিতে শক্ত হয় ইত্যাদি।

করটক বলিতেছে যদি এইরূপ তবে তুমি গমন কর তোমার পথে মঙ্গল হউক। অনন্তর দমনক পিঙ্গলকের নিকট গিয়া প্রণাম করিয়া কহিল হে মহারাজ অতিশয় কোন মহাভয়জনক কার্য্য জানিয়া আইলাম যেহেতুক বিপৎ কালেতে এবং উৎপথ গমন সময়েতে এবং কার্য্যকালের অতিক্রমণেতে সুহৃৎ লোক জিজ্ঞাসিত [illegible]লও মঙ্গল বাক্য কহিবেক অপর রাজা ভোগের পাত্র কার্য্যের পাত্র রাজা নহে রাজকর্ম্ম নষ্টকারক মন্ত্রী দোষেতে লিপ্ত হয় তাহা দেখ মন্ত্রিরদিগের এই ক্রম প্রাণ পরিত্যাগও ভাল মস্তকের ছেদনও ভাল স্বামির প্রভুত্বপ্রাপণরূপ পাতককে ইচ্ছা করে যে লোক তাহার উপেক্ষা করা ভাল নয়। পিঙ্গলক আদর করিয়া কহিল ইহার পর তুমি কি বলিতে ইচ্ছা করিতেছ দমনক বলিতেছে হে মহারাজ সঞ্জীবককে তোমার উপর অনুপযুক্ত ব্যবহারির ন্যায় দেখিতেছি আর আমারদের সাক্ষাৎ শ্রীযুত মহারাজের চরণের প্রভাবউৎসাহমন্ত্ররূপ শক্তিত্রয়ের নিন্দা করিয়া রাজত্ব বাঞ্ছা করিতেছে। ইহা শুনিয়া পিঙ্গলক ভীত হইয়া চমৎকার মানিয়া চুপ করিয়া থাকিল দমনক পুনশ্চ বলিল হে প্রভো সমস্ত মন্ত্রিরদিগকে ত্যাগ করিয়া এক এই সঞ্জীবককে যে তুমি সর্ব্বাধিকারী করিয়াছ সেই দোষ রাজা ও মন্ত্রী অত্যুচ্ছ্রিত হইলে সম্পত্তি পাদদ্বয়কে অবলম্বন করিয়া থাকেন সে সম্পত্তি স্ত্রী স্বভাবহেতুক ভর না সহিতে পারিয়া তাঁহার দুয়ের মধ্যে অন্য

তরকে ত্যাগ করেন অপর রাজা যখন এক মন্ত্রীকে রাজকর্ম্মেতে প্রমাণ করেন তখন মোহপ্রযুক্ত অহঙ্কার তাহাকে আশ্রয় করেন সেই মন্ত্রী অহঙ্কারেতে হয় যে আলস্য তাহাতে নির্ভিন্ন হয় সেই নির্ভিন্ন মন্ত্রির অন্তঃকরণেতে কর্তৃত্বকরণেচ্ছা বাস করে তদনন্তর কর্তৃত্বকরণেচ্ছাহেতুক সে অমাত্য রাজার প্রাণকে নষ্ট করিতে ইচ্ছা করে। আর বিষাক্ত অন্ন ও চলিত দন্ত ও দুষ্ট অমাত্য এই সকলের মূলোৎপাটনই সুখ। আর যে রাজা সম্পত্তিকে মন্ত্রির অধীন করে তাহার বিপৎ হইলে পরে সে ভূপতি অন্ধের তুল্য সঞ্চারক ব্যতিরেকে অবসন্ন হয় বিশেষে অমাত্য কখন সাধ্য নয় কেননা সকল অমাত্যই ধনবান হয় যেহেতুক সাধু লোকেরদিগের এই আজ্ঞা যে ধন অন্তঃকরণের বিকার করে সকল কর্ম্মেতে আপন ইচ্ছাতে প্রবৃত্ত হয় ইহাতে মহারাজই প্রমাণ পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন পৃথিবীতে এতাদৃশ পুরুষ কেহ নাই যে পরের সম্পত্তি অভিলাষ না করে কেননা পরের রমণীয়া যুবতী স্ত্রীকে কোন পুরুষ আদরেতে না দেখে। সিংহ বিবেচনা করিয়া কহিল ভদ্র যদ্যপি এমন তথাপি সঞ্জীবকের সহিত আমার বড় প্রীতি দেখ যে প্রিয় সে অপ্রিয় কর্ম্ম করিলেও প্রিয়ই থাকে উত্তম গৃহদাহ করিলেও অগ্নিতে কাহার আদর নাই। দমনক পুনর্ব্বার কহিল হে মহারাজ সেই বড় দোষ যেহেতুক নৃপতি যে পুত্রেতে কিম্বা উদাসীনেতে চক্ষুকে অধিক আরোহণ করান সে লোক সম্পত্তির আশ্রয় হয় শুন হে মহারাজ অপ্রিয় অথচ পথ্য ইহার শেষ সুখদায়ক হন যাহাতে বক্তা ও শ্রোতা থাকে তাহাতে ঐশ্বর্য্য ক্রীড়া করেন তুমি প্রধান দাসেরদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আগন্তুকের পুরস্কার করিয়াছ ইহা অনুচিত করিয়াছ যেহেতুক মূল

ভৃত্যেরদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আগন্তুককে প্রতিপালন করিবে না কেননা ইহাহইতে আর বড় দোষ নাই যেহেতুক রাজত্বের নষ্টকারী। সিংহ বলিতেছে কি চমৎকার আমি অভয় বাক্য দিয়া আনিয়াছি এবং বাড়াইয়াছি তবে কি প্রকারে আমাকে নষ্ট করিতে ইচ্ছা করে। দমনক বলিতেছে হে মহারাজ নিরন্তর সে ব্যমান হইলেও দুষ্ট লোক সারল্য পায় না যেমন তাপ ও তৈলাদি মর্দ্দনদ্বারা কুকুরের লাঙ্গুল সোজা হয় না অপর কুকুরের পুচ্ছ স্বেদিত ও মর্দ্দিত ও রজ্জুকরণক বেষ্টিত হইলেও দ্বাদশ বর্ষের পর মুক্ত হইলে পুনশ্চ আপনার স্বভাব পায়। এবং সম্মানকে বাড়াইলেও খলের প্রীতির নিমিত্ত কোথায় যেমন বিষবৃক্ষ সুধা সিক্ত হইলেও পথ্যকে ফলে না। অতএব আমি বলি যাহার পরাজয় ইচ্ছা না করিবেক তৎকর্তৃক জিজ্ঞাসিত না হইলেও হিত বাক্য বলিবেক উত্তম লোকেরদিগের এই ধর্ম্ম যাহার পরাজয় ইচ্ছা করিবেক তৎকর্ত্তৃক পৃষ্ট হইলেও অধম লোক হিত কহিবে না পণ্ডিতেরা তাহা কহিয়াছেন যে লোক অমঙ্গলহইতে বারণ করে সেই বয়স্য সেই কর্ম্ম যে নির্ম্মল সেই স্ত্রী যে সহকারিণী সেই বুদ্ধিমান যে পণ্ডিতকর্তৃক সম্মানিত হয় সেই ঐশ্বর্য্য যে মত্ততা না জন্মায় সেই সুখী যে তৃষ্ণারহিত সেই মিত্র যে অকৃত্রিম সেই পুরুষ যে ইন্দ্রিয়ের বশ নয়। সঞ্জীবক ব্যসনেতে পীড়িত মহারাজ বিজ্ঞাপিত হইলেও যদ্যপি নিবৃত্ত না হন তবে অস্মৎভৃত্যেতে দোষ নাই তাহা জান। রাজা কামাসক্ত হইয়া কার্য্য গণন করে না আর হিতও গণনা করে না মত্ত হস্তির ন্যায় স্বচ্ছন্দ হইয়া যথেষ্ট গমন করে অনন্তর অপমানিত হইয়া সে যখন শোকরূপ অরণ্যেতে পড়ে তখন ভৃত্যেতে দোষ ক্ষেপণ করে, স্বকীয় অবিনয় জানে

না। পিঙ্গলক অন্তঃকরণে ভাবনা করিলেক যে পরের অপরাধেতে পরের দণ্ড করিবে না আপনি জ্ঞাত হইয়া দমন করিবেক কিম্বা সম্মান করিবেক তাহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন অহঙ্কারপ্রযুক্ত সর্প মুখেতে হস্ত দেওয়া যেমন আপনার নাশের নিমিত্ত হয় তেমনি গুণ দোষ নির্ণয় না করিয়া অনুগ্রহ করা আপন নাশের নিমিত্ত হয়। স্পষ্ট করিয়া বলিতেছে তবে সঞ্জীবককে কি আজ্ঞা করিব দমনক সম্মুখেতে বলিল হে ভূপতে এই প্রকার না এই প্রকার না এরূপে মন্ত্র ভেদ হয় তাহা কথিত আছে যেরূপ অত্যল্পও ভেদ না হয় সেই রূপে এ মন্ত্ররূপ বীজ গোপনে রক্ষা করিবে কেননা সে বীজ ভিন্ন হইলে অঙ্কুর হয় না। আর মূর্খ যোদ্ধা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত হইলেও যেমন পরহইতে ভেদশঙ্কাপ্রযুক্ত চিরকাল যুদ্ধস্থলেতে থাকিতে পারে না এইরূপ মন্ত্র সর্ব্বাঙ্গ আবৃত হইলেও পরহইতে ভেদশঙ্কাপ্রযুক্ত চিরকাল থাকিতে পারে না কিম্বা এ লোক দৃষ্টদোষ হইলেও দোষহইতে নিবৃত্তি করিয়া সন্ধি কর্ত্তব্য সে অত্যন্ত অনুপযুক্ত যেহেতুক একবার দোষেতে দুষ্ট যে মিত্র তাহাকে পুনর্ব্বার সন্ধি করিতে যে ইচ্ছা করে সে মৃত্যুকেই গ্রহণ করে খচরী যেমন গর্ভ গ্রহণ করে। অপর অন্তঃকরণ দুষ্ট অথচ ক্ষমাবান্ লোক নিশ্চয় সমস্ত অনর্থকারী হে মহারাজ ইহাতে দৃষ্টান্ত শকুনি আর শকটার। সিংহ বলিতেছে জান এ ব্যক্তি আমারদিগের কি করিতে সমর্থ হয়। সে বলিল হে মহারাজ অঙ্গাঙ্গি ভাব না জানিয়া কি প্রকার শক্তির নিশ্চয় হইবে দেখ টিট্টিভ পক্ষীই সমুদ্রকে ব্যাকুল করিয়াছিল সিংহ প্রশ্ন করিতেছে ইহা কি প্রকার। দমনক কহিতেছে।

দক্ষিণ সমুদ্রতীরে টিট্টিভেরা স্ত্রী পুরুষে বাস করে তাহাতে প্র

প্রসব কাল নিকট হইলে টিট্টিভী পতিকে বলিল হে নাথ প্রসবো প্রযুক্ত নির্জন স্থান অনুসন্ধান কর। টিট্টিভ বলিল হে প্রিয়ে এই স্থান সে বলিল এ স্থান সমুদ্র বেলাকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় টিট্টিভ বলিল সমুদ্র কি আমাকে নিগ্রহ করিবেন টিট্টিভী হাসিয়া বলিল হে স্বামি তোমাতে আর সমুদ্রেতে বিস্তর অন্তর টিট্টিভ বলিল যে লোক জানে না অর্থাৎ যাহার বুদ্ধি নাই সে দুঃখের পরিচ্ছেদ করিতে পারে না আর যাহার বুদ্ধি আছে সে কষ্টেতেও অবসন্ন হয় না অনুপযুক্ত কার্য্যের আরম্ভ ও অন্তরঙ্গের সহিত বিরোধ ও বলবানের সহিত আস্পর্দ্ধা ও স্ত্রীলোকেরদিগেতে বিশ্বাস এই চারি মৃত্যুর দ্বার অনন্তর পতির বাক্যহেতুক সে ঐ স্থানেতেই প্রসব হইল। +এই সকল শুনিয়া সমুদ্রও তাহার সামর্থ্য জানিবার নিমিত্তে সেই অণ্ড সকল অপহরণ করিলেন। তাহার পর টিট্টিভী শোকাতুরা হইয়া ভর্ত্তাকে বলিল হে প্রাণনাথ দুঃখ উপস্থিত হইল আমার সেই সকল অণ্ড নষ্ট হইল টিট্টিভ বলিল হে প্রিয়ে ভয় করিও না ইহা বলিয়া পক্ষিরদিগের মিলন করিয়া পক্ষিরদিগের প্রধান গরুড়ের নিকট গেল সেখানে যাইয়া টিট্টিভ সকল বৃত্তান্ত ভগবান গরুড়ের অগ্রেতে নিবেদন করিল হে প্রভো আপন গৃহেতে অবস্থিত আমি অপরাধ ব্যতিরেকে সমুদ্র কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়াছি। অনন্তর তাহার বচন শুনিয়া সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ ভগবান নারায়ণ প্রভু বিজ্ঞাপিত হইয়া সমুদ্রকে অণ্ড দানের নিমিত্তে আদেশ করিলেন তাহারপর সমুদ্র ভগবানের আজ্ঞা মস্তকে করিয়া সে অণ্ড সকল টিট্টিভকে সমর্পণ করিলেন। অতএব আমি বলি অঙ্গাঙ্গিভাব না জানিয়া ইত্যাদি।

*রাজা বলিল ইনি হিংসক ইহা কি প্রকারে জানিব দমনক

বলিতেছে যখন ঐ সঞ্জীবক গর্ব্বিত হইয়া শৃঙ্গাগ্রুরূপ অস্ত্রাভিমুখ হইয়া আসিবেক তখন প্রভু জানিবেন। এইরূপ করিয়া সঞ্জীবক নিকটে গেল সে স্থানে গিয়া অল্পেং নিকটে গমন করত বিস্ময়াপন্নের ন্যায় আপনাকে দেখাইল সঞ্জীবক আদর করিয়া কহিল হে মিত্র তোমার মঙ্গল। দমনক বলিতেছে ভৃত্যেরদের কুশল কোথায় যেহেতুক যাহারা রাজার আশ্রিত তাহারদিগের সংপত্তি পরায়ত্ত আর অন্তঃকরণ সর্ব্বদা দুঃখিত আর স্বকীয় প্রাণেতেও অপ্রত্যয়। অপর কোন লোক ধন পাইয়া অহঙ্কৃত না হয় আর কোন বিষয়ির বিপৎ না হয় আর পৃথিবীতে কাহার মন স্ত্রী কর্ত্তৃক খণ্ডিত না হয় আর রাজার প্রিয় কে হয় আর যমের হস্তদ্বয়ের মধ্যে কে না যায় আর কোন যাচক গৌরব পায় আর কোন পুরুষ দুর্জ্জন বাগুরাতে পতিত হইয়া মঙ্গল পায়। সঞ্জীবক কহিল হে সখে বল। দমনকও বলিল মন্দভাগ্য আমি কি বলিব দেখ সমুদ্রে মজ্জন করিয়া সর্পকে অবলম্বন পাইয়া যেমন ত্যাগ করিতে পারে না ধরিতেও পারে না সেইরূপ ইদানী আমি মুগ্ধ হইতেছি যেহেতুক এক প্রকারে রাজার প্রত্যয় নষ্ট হয় অন্যত্র বান্ধব নষ্ট হয় অতএব কি করি কোথা যাই দুঃখার্ণবে পতিত হইয়াছি ইহা কহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বসিল। সঞ্জীবক বলিতেছে তুমি আমার কৃতজ্ঞ তথাপি হে সখে অন্তঃকরণস্থ তাবৎ কহ। দমনক নির্জ্জনে কহিল যদ্যপি রাজবিশ্বাস বক্তব্য নয় তথাপি আমার প্রত্যয়েতে তুমি আসিয়াছ এক্ষণে আছ সেইহেতুক পরলোকার্থী আমি তোমার হিত অবশ্য কহিব শুন এই প্রভু তোমার উপরে বিকারপ্রাপ্তচিত্ত হইয়া নির্জ্জনেতে কহিলেন সঞ্জীবককে নষ্ট করিয়া নিজ পরিবারকে তর্পণ করিব। ইহা শুনিয়া সঞ্জীবক

বড় বিষণ্ণ হইলেন দমনক পুনশ্চ কহিল বিষণ্ণতা নিরর্থক কালো পযুক্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর। সঞ্জীবক কিঞ্চিৎকাল বিবেচনা করিয়া কহিল ইহা নিশ্চয় বটে স্ত্রীলোকেরা প্রায় দুষ্ট লোককে গমন করে রাজা প্রায় অপাত্রপোষক হয় আর ধন প্রায় কৃপণানুগত হয় আর দেবতা প্রায় পর্ব্বতেতে ও সমুদ্রেতে বৃষ্টি করেন অপর লক্ষ্মী নীচকে আশ্রয় করেন বিদ্যা অকুলীনকে আশ্রয় করেন স্ত্রীলোক অপাত্রকে ভজে ইন্দ্র পর্ব্বতে বৃষ্টি করে। মনে পুনর্ব্বার বিতর্ক করিল স্বগত কিম্বা খল চেষ্টিত জানিতে পারি না তাহার ব্যবহারও নিরূপণ করিতে সমর্থ হই না যেহেতুক কোন অসাধু লোক আশ্রয়ের সৌন্দর্য্যহেতুক শোভাধারণ করে যেমন মলিন কজ্জলও কামিনী চক্ষুঃপ্রাপ্ত হইয়া শোভা ধারণ করে কি প্রকার ইহা কহিতেছেন। অত্যন্ত আয়াসেতে সেব্যমান নরপতি তুষ্টি পান না এ কি আশ্চর্য্য দেখ এই যে চমৎকৃত প্রতিমা ইনি আরাধ্যমান হইলে বৈরী হন ইহার প্রতিকার অশক্যই যেহেতুক যে লোক কোন কারণ উদ্দেশ করিয়া ক্রোধ করে সে কারণ গেলে সে লোক নিশ্চয় প্রসন্ন হয় যাহার মন নিমিত্তব্যতিরেকে দ্বেষি হয় কি রূপে লোক তাহাকে সন্তুষ্ট করিবেক। আর কহিল রাজার অপকার আমি কি করিয়াছি রাজারা সর্ব্বদা অপকারক হয় দমনক বলিতেছে এই প্রকার গুন বিজ্ঞ মিত্রকর্তৃক উপকৃত হইলেও কিঞ্চিৎ শত্রুতাচরণ করেন আর অন্যকর্তৃক সাক্ষাৎ অপকৃত হইলেও তুষ্ট হন সত্য অনবস্থিতচিত্তের চরিত্র কি অত্যাশ্চর্য্য সেবাধর্ম্ম অতিশয় দুর্জ্ঞেয় যোগিবৃন্দেরও অবোধ্য। অপর পাপাত্মাতে পুণ্য শত নষ্ট মূর্খেতে শত কথিত নষ্ট অবচনকারিতে বচন শত নষ্ট অচেতনেতে বুদ্ধি শত নষ্ট আর সেবাধর্ম্ম অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় যোগিবৃন্দেরও

অবোধ্য কেননা যদি মৌনেতে থাকে তবে তাহাকে মূর্খ বলে যদি বাক্‌পটু তবে তাহাকে বাতুল বলে কিম্বা বহুভাষী বলে যদি কিছু সহ্য না করে তবে তাহাকে প্রায় অনভিজাত বলে যদি সমীপে বৈসে তবে তাহাকে ধৃষ্ট বলে যদি দূরেতে থাকে তবে তাহাকে মৃদু বলে। অপর ভোগ বিষয়েতে অতিশয় সুখ পাইয়া খল লোকেরা গুণঘাতক হয় কেননা চন্দন বৃক্ষেতে সর্পেরা থাকে আর জলেতে পদ্ম সকল তাহাতে মকরাদি জলজন্তু থাকে এই প্রভু মিষ্টভাষী বিষতুল্যান্তঃকরণ ইহা আমাকর্তৃক জ্ঞাত হইল যে হেতুক দূরহইতে উদ্যতহস্ত এবং সজলচক্ষু এবং অর্দ্ধাসন দতা এবং নির্ভর আলিঙ্গনে তৎপর এবং প্রিয় বাক্যের জিজ্ঞাসাতে কৃতাদর এবং চিত্তেতে গুপ্ত বিষ এবং বাহ্যেতে মধুময় এবং অতিশয় মায়াপটু এ চমৎকৃত নর্ত্তক কে যে দুর্জনকর্তৃক শিক্ষিত হইয়াছে। তাহা কহিতেছেন নির্ব্বায়ুতে পাখা মত্ত হস্তির গর্ব্ব বিনাশের নিমিত্তে অঙ্কুশ দুস্তর জলসমূহ তরণেতে নৌকা অন্ধকারোপস্থিতিতে প্রদীপ এই প্রকারে পৃথিবীতে তাহা নাই যাহার উপায়চিন্তা বিধাতা না করিয়াছেন আমি এই মানি যে খলান্তঃকরণ চরিত্রহরণেতে বিধাতাও নিরুদ্যোগ হইয়াছেন। সঞ্জীবক পুনর্ব্বার নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল ও হে কি ব্যামোহ শস্যভক্ষক আমি কেন সিংহকর্তৃক বিনাশিত হইব। পুনর্ব্বার চিন্তা করিয়া কহিল আমার উপরে এই রাজা কোন লোককর্তৃক বিঘটিত হইয়াছেন আমি জানি না। বিকারপ্রাপ্ত রাজাহইতে সর্ব্বদা ভয় কর্ত্তব্য যেহেতুক স্ফটিকের বলয়কে সন্ধান করিতে যেমন কেহ সমর্থ হয় না তেমনি পৃথিবীপতির অন্তঃকরণ মন্ত্রিকর্তৃক বিঘটিত হইলে কেহ সন্ধান করিতে শক্ত হয় না অপর

বজ্র আর রাজবিঘটন দুই অত্যন্ত ভয়ানক ইহার মধ্যে বজ্র এক স্থানেতেই পড়ে অন্য যে রাজবিঘটন সে সর্ব্বত্র পড়ে সেইহেতুক যুদ্ধেতে মৃত্যুকেই স্বীকার করি এখন তাহার আজ্ঞা প্রতিপালন অনুপযুক্ত যেহেতুক মরিলে স্বর্গ পাইব কিম্বা শত্রুকে নষ্ট করিলে সুখ পাইব যেহেতুক বীরেরদের এ দুই গুণ দুর্লভ সংগ্রামের এ সময় যখন যুদ্ধ না করিলেও অবশ্য মৃত্যু যুদ্ধেতেও প্রাণ সংশয় পণ্ডিতেরা সে কালকেই যুদ্ধের কাল বলেন ইহা চিন্তা করিয়া সঞ্জীবক বলিল হে মিত্র কি প্রকারে জানিব যে এ দুর্বুদ্ধি আমাকে নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিয়াছে ইহা কহ দমনক বলিতেছে যখন ঐ স্তব্ধকর্ণ উর্দ্ধলাঙ্গুল হইয়া সঙ্গতপাদ হইয়া বিস্তারিত মুখ হইয়া তোমাকে দেখিবেক তখন তুমিও আপন পরাক্রম দেখাইবা যেহেতুক নিস্তেজ লোক বলবান্ হইলেও কাহার পরাজয়ের স্থান না হয় দেখ লোকেরা শঙ্কারহিত হইয়া ভস্মরাশিতে পা দেয় কিন্তু গোপনেতে এই সকল অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য নতুবা তুমিও থাকিবা না আমিও থাকিব না ইহা কহিয়া করটকের নিকটে গেল। করটক কহিল কি সম্পন্ন হইল দমনক কহিল পরস্পর ভেদ নিষ্পন্ন হইল করটক বলিল সন্দেহ কি যেহেতুক দুর্জ্জনের বান্ধব কে অধিক যাচিত হইলে কে ক্রুদ্ধ না হয় ধনেতে কে তৃপ্ত না হয় নিন্দিত কর্ম্মেতে কে পণ্ডিত নয় অপর ধূর্ত্ত লোকেরা আত্মহিতেচ্ছাতে উত্তম লোককেও দুশ্চরিত্র করে কেননা বহ্নির ন্যায় খলসংসর্গ কি না করে। দমনক পিঙ্গলকের সন্নিধানে গিয়া কহিল হে মহারাজ ঐ পাপিষ্ঠ আইল অতএব সসজ্জ হইয়া থাক ইহা কহিয়া পূর্ব্বোক্ত আকার করাইল অনন্তর সঞ্জীবকও আইল

সেই প্রকার বিকারপ্রাপ্ত সিংহকে অবলোকন করিয়া নিজানু রূপ পরাক্রম করিল তাহার পর তাহারদিগের বড় যুদ্ধ হইলে পরে সিংহকর্তৃক সঞ্জীবক বিনাশিত হইল তাহার পর পিঙ্গলক সঞ্জীবককে নষ্ট করিয়া বিশ্রাম করিয়া সশোকের ন্যায় থাকিয়া কহিল নির্দয় আমাকর্তৃক কি দারুণ কর্ম্ম কৃত হইল যেহেতুক সিংহ যেমন হস্তিবধপ্রযুক্ত পাপভাগী আপনি হয় মুক্তাদি অন্য কর্তৃক উপভুক্ত হয় এইরূপ রাজা ধর্ম্মের অতিক্রমণেতে আপনি পাপের আশ্রয় হন রাজ্য পরকর্তৃক উপভুক্ত হয় । অপর উর্ব্বরা ভূমির নাশ আর বুদ্ধিমান দাসের নাশ ইহার মধ্যে ভৃত্যের নাশ রাজারদিগের মরণতুল্য কেননা ভূমি ভ্রষ্টা হইলেও পুনশ্চ মিলে ভৃত্য নষ্ট হইলে দুর্লভ । দমনক বলিতেছে প্রভু এ কি নূতন ন্যায় যে বৈরিকে নষ্ট করিয়া সন্তাপ করিতেছ বিজ্ঞকর্তৃক তাহা কথিত আছে পিতা কিম্বা ভ্রাতা কিম্বা পুত্র কিম্বা বন্ধু ইহারাও যদি জীবনবিনাশকারক হয় তবে ঐশ্বর্য্য ইচ্ছা করেন যে রাজা তৎকর্তৃক বধ্য হয় আর ধর্ম্ম অর্থ কামের যথার্থজ্ঞাতা লোক একা স্ত দয়ালু হইবেন যেহেতুক ক্ষমাযুক্ত লোক করস্থিত ধনকেও রক্ষা করিতে শক্ত হয় না অপর শত্রুতে এবং মিত্রেতে যতিরদি গেরই ক্ষমা ভূষণ রাজারদিগের অপরাধি লোকেতে সেই ক্ষ মাই দোষ অপর রাজ্যলোভপ্রযুক্ত অহঙ্কারেতেই স্বামির পদ যে ইচ্ছা করে তাহার প্রাণত্যাগই এক প্রায়শ্চিত্ত অন্য নয় অপর ঘৃণাযুক্ত রাজা ও সর্ব্বভক্ষক ব্রাহ্মণ ও অবশীভূতা ভার্য্যা ও দুষ্ট স্বভাব সহায় ও প্রতিকূল ভৃত্য ও অনবধানী নিযুক্ত লোক ও যে লোক কৃতকে মানে না এ সাত জন ত্যাজ্য । বিশেষতো বেশ্যার ন্যায় রাজনীতি অনেকরূপা হয় সত্যভাষিণী এবং মিথ্যাভাষি

ণাও হয় নিষ্ঠুরভাষিণী এবং প্রিয়বাদিনীও হয় হননশীলা এবং দয়ালুও হয় কৃপণা হয় এবং দানশীলাও হয় ও অনবরত ব্যয় শীলা হয় এবং প্রচুর মিত্রধনাগমাও হয় এইরূপ দমনককর্ত্তৃক পিঙ্গলক পরিতোষিত হইয়া স্বকীয় স্বভাবপ্রাপ্ত হইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। দমনক প্রফুল্লচিত্ত হইয়া মহারাজ জয় হউক ইহা কহিয়া পরমাহ্লাদে থাকিল।

বিষ্ণুশর্ম্মা কহিলেন তোমারদের কর্ত্তৃক সুহৃদ্ভেদ শ্রুত হইল। রাজকুমারেরা কহিলেন আপনকার অনুগ্রহেতে শুনিলাম আমরা আহ্লাদিতও হইলাম। বিষ্ণুশর্ম্মা বলিলেন আরও এই প্রকার হউক আপনকারদিগের অরিগৃহে সুহৃদ্ভেদ হউক আর কালকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া খল লোক প্রত্যহ প্রলয়কে পাউক আর লোক সকল সুখজনক ঐশ্বর্য্যেতে পরিপূর্ণ হউক আর এই রমণীয় কথারম্ভে সর্ব্বদা বালকও ক্রীড়া করুন।

ইতি সুহৃদ্ভেদকথা সমাপ্তা।

অথ বিগ্রহঃ।

পুনর্ব্বার কথারম্ভকালে রাজপুত্রেরা কহিলেন হে গুরো আমরা রাজনন্দন এইহেতুক বিগ্রহ শুনিবার নিমিত্তে আমারদিগের কৌতুক আছে। বিষ্ণুশর্ম্মা বলিলেন তোমারদিগের যাহাতে রুচি হয় তাহা কহি শুন। যাহার প্রথম শ্লোকার্থ এই ময়ূরেরদিগের তুল্য পরাক্রম হংসের সহিত যুদ্ধেতে কাককর্ত্তৃক শত্রুগৃহে থাকিয়া প্রতায়োৎপাদন করিয়া হংস বঞ্চিত হইল রাজকুমারেরা কহিলেন এ কি প্রকার বিষ্ণুশর্ম্মা কহিতেছেন।

কর্পূরদ্বীপেতে পদ্মকেলি নামে সরোবর থাকে তাহাতে হিরণ্যগর্ভনামে রাজহংস বাস করে সকল জলচর পক্ষিকর্ত্তৃক মিলিয়া পক্ষিরাজ্যেতে সে অভিষিক্ত হইল। যেহেতুক সম্যক্ প্রকারে নায়ক নৃপতি যদি না থাকে তবে সমুদ্রেতে কর্ণধাররহিত নৌকা যেমন বিপ্লুতা হয় এমনি প্রজারা উপদ্রুত হয় আর রাজা প্রজাকে রক্ষা করেন প্রজা রাজাকে বাড়ান, বর্দ্ধন হইতে রক্ষণ মঙ্গলদায়ক কেননা রক্ষণ না করিলে বিদ্যমানও অবিদ্যমান হয়। একদিন এই রাজহংস অতিশয় বিস্তারিত স্বর্ণনির্ম্মিত কোমল পর্য্যঙ্কেতে পরিবার লোকেতে বেষ্টিত হইয়া সুখোপবিষ্ট আছেন অনন্তর দীর্ঘমুখ নামে বক কোন দ্বীপহইতে আসিয়া প্রণাম করিয়া বসিল রাজা বলিলেন হে দীর্ঘমুখ তুমি অন্য দেশহইতে আইলা বৃত্তান্ত কহ সে বলিল হে মহারাজ বড় বার্ত্তা আছে তাহা কহিবার নিমিত্তেই আমি ত্বরাতে আইলাম তাহা শুন।

জম্বুদ্বীপেতে বিন্ধ্য নামে পর্ব্বত আছে তাহাতে চিত্রবর্ণ নামে ময়ূর পক্ষিরদের রাজা বাস করে তাহার অনুচর পক্ষিকর্তৃক দগ্ধারণ্য মধ্যেতে চরত আমি দৃষ্ট হইলাম আর জিজ্ঞাসিত হইলাম কে তুমি কোথাহইতে আইলা তখন আমি কহিলাম আমি কর্পূর দ্বীপচক্রবর্ত্তী হিরণ্যগর্ভ নামে হংসরাজের অনুচর কৌতুকপ্রযুক্ত দেশান্তর দেখিতে আসিয়াছি। তাহা শুনিয়া পক্ষিরা কহিল তবে এই দুই দেশের মধ্যে কোন দেশ বড় ভাল কোন রাজা বা বড় ভাল। অনন্তর আমি কহিলাম আঃ কি কহিতেছ অনেক অন্তর, যেহেতুক কর্পূরদ্বীপ স্বর্গই, রাজহংস দ্বিতীয় স্বর্গপতি ইন্দ্রতুল্য এই মরুভূমিতে পড়িয়া তোমরা কি কর আমার দেশে আইস অনন্তর আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই পক্ষিরা সরোষ হইল পণ্ডিতেরদের কর্তৃক তাহা উক্ত আছে সর্পেরদের দুগ্ধ পান কেবল বিষবর্দ্ধক হয় ও মূঢ়েরদিগের উপদেশ ক্রোধের নিমিত্তই হয় শান্তির নিমিত্তে হয় না অপর পণ্ডিতই উপদেশ করণোপযুক্ত মূর্খ কদাচ নয় মূঢ় বানরেরদিগকে উপদেশ করিয়া পক্ষিরা স্থানভ্রষ্ট হইয়াছিল। রাজা কহিলেন এ কি প্রকার দীর্ঘ মুখ কহিতেছে।

নর্ম্মদাতীরে এক অতিবড় শাল্মলি বৃক্ষ থাকে সেই তরুতে আপন চঞ্চুকরণক নির্ম্মিত নীড়মধ্যে পক্ষিরা বর্ষাতেও সুখেতে বাস করে। অনন্তর নীলবর্ণ ছদির তুল্য মেঘসমূহেতে গগণমণ্ডল আচ্ছন্ন হইলে পরে স্থূল ধারাতে অতিবড় বৃষ্টি হইলসেই তরুতলেতে বানরেরদিগকে আর্দ্রীভূত শীতার্ত্ত কম্পিতকলেবর দেখিয়া করুণাপ্রযুক্ত পক্ষিরা কহিল ও হে বানরেরা শুন আমারদিগের কর্তৃক চঞ্চুমাত্রেতে আহৃত তৃণকরণক নীড় নির্ম্মিত হইয়াছে

পাণি পাদাদিবিশিষ্ট তোমরা কেন এই প্রকারে অবসন্ন হইতেছ তাহা শুনিয়া জাতক্রোধ বান্দরেরা আলোচনা করিল বায়ুরহিত নীড়মধ্যে অবস্থানপ্রযুক্ত সুখী পক্ষিরা আমারদিগকে নিন্দা করিতেছে ভাল বৃষ্টির উপশম হউক। তাহার পর জলবর্ষণ নিবৃত্তি হইলে সেই মর্কটেরা বৃক্ষ আরোহণ করিয়া সকল বাসা ভাঁগিল তাহারদিগের অণ্ড সকলও নীচেতে ফেলাইয়া দিল। অতএব আমি বলি পণ্ডিতই উপদেশকরণোপযুক্ত ইত্যাদি।

বক বলিতেছে অনন্তর পক্ষিরা ক্রোধেতে কহিল তোর রাজহংস কাহাকর্ত্তৃক রাজা কৃত হইয়াছে তাহার পর আমিও জাতক্রোধ হইয়া কহিলাম তোমারদের ময়ূর কাহাকর্ত্তৃক রাজা কৃত হইয়াছে ইহা শুনিয়া তাহারা সকলে আমাকে নষ্ট করিতে উদ্যত হইল। তাহার পর আমিও নিজ পরাক্রম দেখাইলাম যেহেতুক স্ত্রীলোকেরদিগের যেমন লজ্জা ভূষণ এমন অন্যকর্ত্তৃক পরাভব কালব্যতিরিক্ত কালেতে ক্ষমাই পুরুষেরদিগের ভূষণ এবং রতি কালেতে স্ত্রীলোকেরদিগের যে রূপ নির্লজ্জতা ভূষণ এইরূপ অন্য কর্ত্তৃক পরাভব কালেতে পুরুষের পরাক্রমই ভূষণ। রাজা হাস্য করিয়া কহিলেন যে জন আপনার ও পরের বলাবল দেখিয়া অন্তর না জানে সে জন শত্রুকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হয় অপর ব্যাঘ্র চর্ম্মাবৃত নির্বুদ্ধি গর্দ্দভ ক্ষেত্রেতে বহুকালপর্য্যন্ত প্রত্যহ শস্য ভক্ষণ করত বাক্য দোষেতে নষ্ট হইল। বক প্রশ্ন করিতেছে এ কি প্রকার রাজা কহিতেছেন।

হস্তিনানগরে বিলাস নামে রজক থাকে তাহার এক গর্দ্দভ অতিশয় বহনপ্রযুক্ত দুর্ব্বল মুমূর্ষুর তুল্য হইল অনন্তর সেই রজক ঐ গাধাকে ব্যাঘ্রচর্ম্মেতে আচ্ছাদন করিয়া কাননসমীপে শস্য

মধ্যে নিযুক্ত করিল তাহার পর দূরহইতে তাহাকে দেখিয়া ব্যাঘ্র বুদ্ধিতে ক্ষেত্রপালকেরা পলায়। অনন্তর এক দিবস কোন শস্য পালক ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ কম্বলেতে শরীরাচ্ছাদন করিয়া তীর ধনুক সজ্জা করিয়া সঙ্কুচিত শরীরেতে নির্জনেতে থাকিল যথাভিলষিত শস্যাহারপ্রযুক্ত জাতবল পুষ্টকলেবর সেই গর্দ্দভ তাহাকে দূরহইতে দেখিয়া গর্দ্দভী জ্ঞান করিয়া উচ্চৈতে শব্দ করত তাহার সম্মুখে ধাবন করিল। তদনন্তর সে শস্যরক্ষক গর্দ্দভ এ ইহা চীৎকার শব্দেতে নিশ্চয় করিয়া অনায়াসেতে নষ্ট করিল অতএব আমি বলি ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত ইত্যাদি।

দীর্ঘমুখ বলিতেছে তাহার পর পক্ষিরা কহিল অরে পাপ দুষ্ট বক আমারদিগের স্থানে চরত আমারদিগের স্বামিকে নিন্দা করিতেছিস এইংহেতুক তোমারদিগকে এখন ক্ষমা করা নয়, ইহা কহিয়া সকলে চঞ্চুকরনক আমাকে তাড়না করিয়া রুষ্ট হইয়া কহিল দেখ রে মূর্খ তোর রাজা সেই হংস সর্ব্বপ্রকারে মৃদু, তাহার রাজ্যেতে অধিকার নাই যেহেতুক নিতান্ত মৃদু ব্যক্তি হস্ততলস্থিতও ধনকে রক্ষা করিতে অসমর্থ সে কি প্রকারে পৃথিবী শাসন করিবেক তাহার রাজ্যই বা কি কিন্তু তুমি কূপমণ্ডূক এইহেতুক সে আশ্রয়কে উপদেশ করিতেছ, শুন ফল এবং ছায়াতে যুক্ত বৃক্ষ সেবাকরণোপযুক্ত কেননা দৈবাৎ যদি ফল না থাকে তবে ছায়া কে বারণ করে অপর ক্ষুদ্রের সেবা কর্ত্তব্য নয় মহতের আশ্রয়ই কর্ত্তব্য কেননা শৌণ্ডিকহস্তস্থিত দুগ্ধকেও লোকেরা মদিরা বলে। সিংহের অনুগ্রহেতে ছাগলও বনেতে নির্ভয় হইয়া চরে, অপর আশ্রয়াশ্রিত সম্বন্ধপ্রযুক্ত হস্তিশ্রেষ্ঠও যেরূপ দর্প

গেত ক্ষুদ্রতাকে পায় এইরূপ গুণবান্ মহালোকও ক্ষুদ্রের আশ্রয়েতে তুচ্ছতাকে পায়। বিশেষতঃ অতিসমর্থ রাজাতে ছলোক্তিতেও কার্য্য সম্পন্ন হয়, কেননা শশকেরা চন্দ্রসম্বন্ধি ছলোক্তিদ্বারা সুখেতে আছে। আমি কহিলাম এ কি প্রকার পক্ষিরা কহিল।

কোন সময় বর্ষাকালে অনাবৃষ্টিহেতুক তৃষ্ণাতুর গজযূথ যূথপতিকে কহিল হে প্রভু আমারদিগের জীবনের নিমিত্তে কি উপায় ক্ষুদ্র জন্তুরদিগের মজ্জন স্থান নাই আমরা অবগাহনস্থানের অভাব প্রযুক্ত মৃতের ন্যায় আছি কি করিব কোথা যাইব তাহার পর গজরাজ গিয়া সমীপে এক ভাল জলাশয় দেখিল। অনন্তর কিছু দিন গেলে পরে সেই সরোবর সমীপস্থিত ক্ষুদ্র শশকেরা হস্তি পদাঘাতদ্বারা চূর্ণ হইল শিলীমুখ নামে শশক ভাবনা করিল তৃষ্ণার্ত্ত এই হস্তিযূথ প্রত্যহ এই স্থানে আসিবেক অতএব আমারদের কুল নষ্ট হইবেক। তদনন্তর বিজয় নামে বৃদ্ধ শশক বলিল বিষণ্ণ হইও না ইহাতে আমি প্রতিকার করিব তাহার পর প্রতিজ্ঞা করিয়া চলিল ও গমন করত সে আলোচনা করিল হস্তিযূথ সন্নিধানে থাকিয়া কি প্রকারে বলিব যেহেতুক হস্তী স্পর্শ করত নষ্ট করে সর্প ঘ্রাণ করত নষ্ট করে রাজা পালন করত নষ্ট করে দুর্জন হাস্য করত নষ্ট করে অতএব পর্ব্বত শিখরে আরোহণ করিয়া যূথপতিকে কহি তাহা করিলে যূথপতি কহিল কে তুমি কোথাহইতে আইলা। সে বলিল আমি শশক ভগবান চন্দ্র আপনকার নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন যূথনাথ কহিল কার্য্য কহ বিজয় বলিতেছে শস্ত্র উত্থিত হইলেও দূত অন্যথা কহে না যেহেতুক দূত অবধ্যভাবেতে সর্ব্বদাই যথার্থের বক্তা হয়, সেইহেতুক আমি তাঁহার আজ্ঞাতে বলি শুন যে এই চন্দ্র সরোবরের রক্ষক শশকেরা

তোমাকর্ত্তৃক দূরীকৃত হইয়াছে তাহা অনুচিত করিয়াছ সে শশ কেরা বহুকাল আমারদের রক্ষিত অতএব আমার নাম শশাঙ্ক এই প্রসিদ্ধি আছে। এই প্রকারে দূত কহিলে পরে যূথস্বামী ভয়েতে ইহা কহিল অবধান কর অজ্ঞানপ্রযুক্ত ইহা করিয়াছি পুনর্ব্বার করিব না দূত বলিল যদি এইরূপ তবে এই সরোবরে কোপেতে কম্পিতকলেবর ভগবান্ শশাঙ্ককে প্রণাম করিয়া প্রসন্ন করিয়া গমন কর। অনন্তর রাত্রিতে যূথপতিকে লইয়া জলেতে চঞ্চল চন্দ্রমণ্ডল দেখাইয়া যূথস্বামিকে প্রণাম করাইল আর সে কহিল হে চন্দ্র অজ্ঞানপ্রযুক্ত ইনি অপরাধ করিয়াছেন তাহা ক্ষমা কর বারান্তর এরূপ করিবেন না ইহা কহিয়া প্রস্থান করাইল। অতএব আমি বলি অতিসমর্থ রাজাতে ইত্যাদি।

তাহার পর আমি কহিলাম সেই মহাপ্রতাপী অতিসমর্থ আমারদের স্বামী রাজহংস তাঁহাতে ত্রিভুবনের কর্ত্তৃত্ব উচিত হয় রাজ্য কি। তখন অরে দুষ্ট তুই আমারদের স্থানেতে চরিতেছিস ইহা কহিয়া পক্ষিরা আমাকে চিত্রবর্ণের সন্নিধানে লইয়া গেল তদনন্তর রাজার অগ্রেতে আমাকে দেখাইয়া তাহারা প্রণাম করিয়া কহিল হে মহারাজ অবধান করুন এই দুষ্ট বক যে আমারদের দেশে চরত্তও মহারাজের চরণের নিন্দা করে। রাজা কহিল কে এ কোথাহইতে আসিয়াছে তাহারা কহিল হিরণ্যগর্ভ নামে রাজহংসের অনুচর কর্পূরদ্বীপহইতে আসিয়াছে। অনন্তর গৃধ্রমন্ত্রিকর্ত্তৃক আমি জিজ্ঞাসিত হইলাম সেখানে প্রধান মন্ত্রী কে আমি কহিলাম সকল শাস্ত্রার্থবেত্তা সর্ব্বজ্ঞ নামে চক্রবাক। গৃধ্র বলিতেছে উপযুক্ত বটে এ ব্যক্তি স্বদেশজাত যেহেতুক নিজ দেশ

জাত কুলাচারবেত্তা উৎকোচধনাগ্রাহক পবিত্র মন্ত্রজ্ঞাতা ব্যসন রহিত ব্যভিচারদোষেতে রহিত ব্যবহারজ্ঞ উত্তম বংশজাত খ্যাত পণ্ডিত ধনের উৎপাদক এতাদৃশ ব্যক্তিকে রাজা মন্ত্রি করিবেক। ইত্যবসরে শুক কহিল হে রাজাধিরাজ কর্পূরদ্বীপপ্রভৃতি ক্ষুদ্রদ্বীপ জম্বুদ্বীপের মধ্যেই তাহাতেও মহারাজের চরণের প্রভুত্ব তাহার পর রাজকর্তৃকও কথিত হইল এই বটে যেহেতুক মদিরা পানাদিপ্রযুক্ত মত্ত ও বালক ও অবিবেচক ও ধনগর্ব্বিত ইহারা দুষ্প্রাপ্য বস্তুকেও অভিলাষ করে যাহা প্রাপ্য হয় তাহার কথা কি। তদনন্তর আমি কহিলাম যদি বাক্যমাত্রেতেই স্বামিত্বসিদ্ধি হয় তবে জম্বুদ্বীপেতেও আমারদের স্বামি হিরণ্যগর্ভের প্রভুত্ব আছে শুক বলিতেছে ইহাতে কি নিশ্চয় আমি কহিলাম যুদ্ধই। রাজা হাস্য করিয়া কহিলেন আপন প্রভুকে গিয়া প্রস্তুত কর তখন আমি কহিলাম আপন দূতকেও পাঠাও। রাজা বলিলেন দৌত্য কর্ম্মেতে কে যাইবে যেহেতুক এই প্রকার দূত কর্ত্তব্য অনুরক্ত গুণবান্ পবিত্র নিপুণ বাবদূক ব্যসনরহিত ক্ষমাযুক্ত পরমর্ম্মবেত্তা ব্রাহ্মণ অনুভবদ্বারা কার্য্যবোদ্ধা এতাদৃশ লোক দূত হয়। গৃধ্র বলিতেছে অনেক দূত আছে কিন্তু ব্রাহ্মণই কর্ত্তব্য যেহেতুক মহাদেবের কণ্ঠলগ্ন কালকূটেরও মালিন্য যায় নাই, ইহা দেখিয়া স্বামির প্রসন্নতাকেই করে ঐশ্বর্য্যকে অভিলাষ না করে অর্থাৎ এতাদৃশ লোককেই দৌত্যাদি কর্ম্মেতে নিযুক্ত করিবেক। সেইহেতুক শুকই গমন করুন হে শুক তুমিই ইহার সহিত গমন করিয়া আমারদের বাঞ্ছিত বল শুক বলিতেছে মহারাজ যে প্রকার আজ্ঞা করেন কিন্তু এই বক দুর্জন এইহেতুক ইহার সহিত গমন করিব না তাহা পণ্ডিতকর্তৃক উক্ত আছে খল লোক দুষ্কর্ম্ম করে সজ্জ

নেতে অবশ্য ফলে রাবণ সীতাকে হরণ করিল সমুদ্রের বন্ধন হইল অপর দুষ্ট লোকের সহিত থাকিবে না গমনও করিবে না কেননা কাক সমভিব্যাহারে হংস থাকত এবং বর্ত্তক গমন করত নষ্ট হইল। রাজা বলিলেন ইহা কি রূপ শুক কহিতেছে।

উজ্জয়নীর পথের মধ্যে এক প্লক্ষ বৃক্ষ থাকে তাহাতে হংস আর কাক বাস করে গ্রীষ্ম কালেতে এক দিন কোন পথিক শ্রান্ত হইয়া তরুতলেতে ধনু ও শর রাখিয়া নিদ্রা গেল তাহাতে কিঞ্চিৎ কালের পর তাহার মুখহইতে বৃক্ষচ্ছায়া গেল। তদনন্তর সূর্য্য কিরণব্যাপ্ত তাহার মুখ দেখিয়া ঐ বৃক্ষস্থিত হংস দয়াহেতুক পক্ষ দ্বয় বিস্তার করিয়া পুনর্ব্বার তাহার মুখেতে ছায়া করিল তাহার পর সে অতিশয় নিদ্রা গেল সুখেতে মুখ ব্যাদান করিল অনন্তর স্বভাব দুর্জনতাহেতুক পরসুখাসহনশীল ঐ কাক সেই মুখেতে বিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া পলাইল তৎপরে যখন ঐ পথিক উঠিয়া উচ্চেতে অবলোকন করিল তখন তৎকর্তৃক সে হংস নিরীক্ষিত হইয়া বাণকরণক বিদ্ধ হইয়া বিনাশিত হইল। বর্ত্তকের কথাও কহি।

এক দিবস ভগবান্ গরুড়ের যাত্রাপ্রসঙ্গেতে সকল পক্ষিরা সমুদ্র তীরে গেল তদনন্তর কাকের সঙ্গেতে বর্ত্তক চলিল। তাহার পর যাইতেছিল যে গোপ তাহার ভাণ্ডহইতে পুনঃ২ সেই কাক দধি খাইতে লাগিল। অনন্তর যখন ঐ গোপাল দধিভাণ্ডকে ভূমিতে রাখিয়া ঊর্দ্ধেতে নিরীক্ষণ করিল তখন তাহাকর্তৃক কাক ও বর্ত্তক অবলোকিত হইল তদনন্তর তাহাকর্তৃক দূরীকৃত হইয়া কাক পলাইল বর্ত্তক স্বভাবতো নিরপরাধ মন্দগতি তাহাকর্তৃক প্রাপ্ত হইয়া ব্যাপাদিত হইল। এই নিমিত্তে আমি বলি দুষ্ট লোকের সহিত থাকিবে না ইত্যাদি।

তাহার পর আমি বলিলাম ভ্রাতা শুক এ কি বলিতেছ আমার প্রতি শ্রীযুক্ত মহারাজ যে রূপ আপনিও সে রূপ, শুক কহিল এই বটে কিন্তু দুর্জ্জনকর্ত্তৃক প্রিয় অথচ সম্মত কথিত হইলেও অকাল পুষ্পের ন্যায় ভয় জন্মায় আপনকার বচনেতেই দুর্জ্জনত্ব অবগত হইয়াছে যে এই দুই রাজার সংগ্রামেতে আপনকার বাক্যই কারণ দেখ সাক্ষাৎও অপরাধ করিলে মূর্খ সান্ত্বনাতে তুষ্ট হয় কেননা উপপতির সহিত আপন জায়াকে রথকার মস্তকেতে করিয়াছিল। রাজা জিজ্ঞাসিলেন এ কি প্রকার শুক বলিতেছে।

যৌবনশ্রী নগরে মন্দমতি নামে রথকার থাকে সে আপন পত্নীকে দুশ্চরিত্রা করিয়া জানে কিন্তু উপপতির সহিত একস্থানে নিজ চক্ষুতে কখন দেখে না। তারপর ঐ রথকার আমি অন্য গ্রামে গমন করি ইহা কহিয়া চলিল কিছু দূর গিয়া পুনশ্চ আসিয়া পর্য্যঙ্কতলে নিজগৃহে প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকিল। অনন্তর রথকার গ্রামান্তরে গিয়াছে ইহাতে সেই জার জাতপ্রত্যয় হইয়া সায়ংকালেতেই আইল অনন্তর তাহার সহিত সেই খট্টাতে ক্রীড়া করত পর্য্যঙ্কতলস্থিত স্বামির কিঞ্চিৎ অঙ্গস্পর্শেতে স্বামিকে কপটী জানিয়া বিষণ্ণা হইল, তাহার পর উপপতি কহিল কেন তুমি অদ্য আমার সহিত গাঢ় রমণ করিতেছ না তুমি আমার সম্বন্ধে বিস্মিতার ন্যায় প্রতিভা পাইতেছ। সে কহিল হে অনভিজ্ঞ সে আমার প্রাণনাথ যাঁহার সহিত আমার বাল্যাবধি বন্ধুতা তিনি আজি গ্রামান্তরে গিয়াছেন তাঁহাব্যতিরেকে সমস্ত মনুষ্যেতে গ্রাম পূর্ণ থাকিলেও আমার প্রতি কাননতুল্য প্রকাশ পাইতেছে কি হইবে তিনি পরস্থানে কি ভক্ষণ করিয়াছেন কি প্রকারে বা শয়ন করিয়াছেন এই নিমিত্তে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। জার কহিতেছে

তোমার কি এই প্রকার স্নেহস্থান রথকার। বন্ধকী বলিল অরে বর্ব্বর কি বলিতেছিস. শুন স্বামিকর্ত্তৃক যে স্ত্রী নিষ্ঠুর বাক্যও কথিত হয় ও কোপচক্ষুতে দৃষ্ট হয় সে সুপ্রসন্নমুখী স্ত্রী ভর্ত্তার ধর্ম্মভাগিনী হয় অপর নগরস্থই বা হউক বনস্থই বা হউক অপবিত্রই বা হউক পবিত্রই বা হউক স্বামী যে স্ত্রীলোকেরদিগের প্রিয় হয় সেই স্ত্রীলোকেরদিগের উত্তম স্বর্গ হয় অপর নারী জনের অলঙ্কারব্যতিরেকেও স্বামী উত্তম অলঙ্কার ভর্ত্তৃকর্ত্তৃক বিরহিতা যে নারী সে শোভিতা হইয়াও শোভিতা নয় তুমি উপপতি দুষ্টমতি অন্তঃকরণের চাঞ্চল্য প্রযুক্ত পুষ্প তাম্বূলের ন্যায় কদাচিৎ সেব্য হও কদাচিৎ সেব্য না হও। তিনি ভর্ত্তা আমার বিক্রয় করিতে ও দেবতাকে ও ব্রাহ্মণকে দিতে প্রভু হন কি বিস্তর কহিব তিনি বাঁচিলে বাঁচি তাঁহার মরণ হইলে অনুমরণ করিব এই প্রতিজ্ঞা আছে যেহেতুক মনুষ্যশরীরে সার্দ্ধ তিন কোটি লোম আছে যে স্ত্রী স্বামির সহিত সহমরণ করে সে স্ত্রী তাবৎকাল স্বর্গেতে বাস করে এবং ব্যালগ্রাহী যেমন গর্ত্ত হইতে সর্পকে উদ্ধার করে সেইরূপ পতিকে উদ্ধার করিয়া লইয়া স্বর্গেতে যায় অপর যে প্রিয়া স্ত্রী চিতাতে মৃত পতিকে আলিঙ্গন করিয়া আপনার শরীরকে ত্যাগ করে শতসংখ্যও পাপ করিয়া ঐ স্ত্রী স্বামিকে গ্রহণ করিয়া দেবলোকে গমন করে। এই সকল শুনিয়া রথকার বলিল আমি ধন্য যাহার এতাদৃশী প্রিয়ভাষিণী স্বামিবৎসলা পত্নী ইহা অন্তঃকরণে করিয়া স্ত্রীপুরুষ সহিত সেই খট্টাকে মস্তকে করিয়া আহ্লাদেতে নৃত্য করিল। এই নিমিত্ত আমি বলি সাক্ষাৎও অপরাধ করিলে ইত্যাদি।

তাহার পর সেই রাজা ব্যবহারানুসারে আমাকে সম্মান করিয়া বিদায় করিলেন শুকও আমার পশ্চাৎ আসিতেছে এই সকল জা

মিয়া যাহা কর্ত্তব্য তাহা অনুসন্ধান কর। চক্রবাক হাস্য করিয়া কহিল হে মহারাজ বক দেশান্তরে গিয়া সামর্থ্যানুসারে রাজকার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছে কিন্তু হে ভূপাল মূর্খেরদের এই স্বভাব যেহেতুক শত্রু দিবেক তথাপি বিবাদ করিবেক না। ইহা পণ্ডিতের সম্মত কারণব্যতিরেকেও যুদ্ধ ইহা মূর্খের লক্ষণ। রাজা কহিলেন অতীতের অনুভবেতে কি প্রয়োজন উপস্থিত অনুসন্ধান কর। চক্রবাক বলিতেছে হে মহারাজ নির্জনে বলিব যেহেতুক বর্ণদ্বারা আকারদ্বারা প্রতিধ্বনিদ্বারা চক্ষুর্বিকারদ্বারা মুখবিকারদ্বারা পণ্ডিতেরা মানস তর্ক করে সেইহেতুক নির্জনে মন্ত্রণা করিবেক অপর আকারদ্বারা ইঙ্গিতদ্বারা গমনদ্বারা চেষ্টাদ্বারা বাক্যদ্বারা চক্ষুর বিকারদ্বারা মুখের বিকারদ্বারা অন্তরস্থিত মন জ্ঞাত হয় রাজা ও মন্ত্রী সে স্থানে থাকিল অন্য লোকেরা স্থানান্তরে গেল চক্রবাক বলিতেছে হে মহারাজ আমি এইরূপ বুঝিতেছি আমারদের কোন নিয়োগি লোকের প্রেরণের নিমিত্তে বক এই অনুষ্ঠান করিয়াছেন যেহেতুক চিকিৎসকেরদিগের রোগীই মঙ্গল অধিকারি লোকেরদের ব্যসনি ব্যক্তিই মঙ্গল পণ্ডিতেরদের মূর্খই জীবন রাজারদিগের উত্তম জাতিই জীবন। রাজা বলিল হউক ইহাতে হেতু পশ্চাৎ নির্ণয় করা যাইবে ইদানী যাহা কর্ত্তব্য তাহা নিরূপণ কর। চক্রবাক বলিতেছে হে মহারাজ দূত প্রস্থান করুক তবে অনুষ্ঠান এবং বলাবল জানিব নিজদেশের ও পরদেশের কার্য্যাকার্য্যের দর্শনেতে পৃথিবীপতির দূতই চক্ষু হয় যাহার চর নাই সে অন্ধই। সে দ্বিতীয় বিশ্বস্ত লোককে লইয়া যাউক তাহার সহিত ও দূত আপনি সে স্থানে অবস্থান করিয়া দ্বিতীয় মনুষ্যকে সে স্থানের মন্ত্রণারহস্থান নিরূপণ করিয়া কহিয়া পাঠাউক বিজ্ঞকর্তৃক তাহা

উক্ত আছে তীর্থস্থানেতে এবং দেবস্থানেতে শাস্ত্রজ্ঞানহেতুক তপস্বিচিহ্নেতে চিহ্নিত স্বকীয় দূতদ্বারা সমস্ত জ্ঞাত হইবেক যে জলে ও স্থলে চরে সেই গূঢ় চার সেইহেতুক এই বককেই নিয়োগ কর এইরূপ দ্বিতীয় কোন বক যাউক তাহার গৃহের লোকেরা রাজদ্বারে থাকুক কিন্তু হে রাজাধিরাজ ইহাও অত্যন্ত গোপনে কর্ত্তব্য যেহেতুক মন্ত্রণা ষট্‌কর্ণ হইলে ভিন্ন হয় আর বার্ত্তা প্রাপ্ত হইলে ভিন্ন হয় এই নিমিত্তে রাজা আপনি দ্বিতীয় মন্ত্রির সহিত মন্ত্রণা করিবেক দেখ হে নৃপতি মন্ত্রভেদ হইলে যে দোষ হয় তাহা সমাধান করিতে শক্য হয় না নীতিজ্ঞেরদিগের মত এই রাজা বিবেচনা করিয়া কহিলেন আমি উত্তম চর পাইয়াছি। মন্ত্রী বলিতেছে তবে যুদ্ধেতে জয়ও পাইলা ইত্যবসরে দ্বারী প্রবেশ করিয়া প্রণাম করিয়া বলিল হে মহারাজ জম্বূদ্বীপহইতে শুক আসিয়া দ্বারেতে আছে। রাজা চক্রবাককে অবলোকন করিলেন চক্রবাক কহিল আবাসেতে গিয়া থাকুন পশ্চাৎ আনিয়া দেখা যাইবে দ্বাররক্ষক তাহাকে আবাসস্থানে লইয়া গেল রাজা কহিলেন সংগ্রাম উপস্থিত চক্রবাক বলিতেছে হে মহারাজ প্রথমেতে রণ কর্ত্তব্য নয় যেহেতুক সে কি দাস আর সে কি মন্ত্রী যে অগ্রেতেই নৃপতিকে বিচার না করিয়া রণের উদ্যম করিতে এবং স্বকীয় স্থান ত্যাগ করিতে পরামর্শ দেয়। অপর বিপক্ষকে জয় করিবার নিমিত্তে সামাদিদ্বারা যত্ন করিবেক সংগ্রামদ্বারা কদাচ করিবে না যেহেতুক যুধ্যমান দুই জনের মধ্যে কাহার জয় ইহা নিশ্চয় জানা যায় না অপর সাম দান ভেদ ইহার প্রত্যেকে কিম্বা সমস্তেতে বিপক্ষকে সমাধান করিতে যত্ন করিবেক কদাচ যুদ্ধে

তে করিবে না। অপর অকৃতযুদ্ধ সকল লোকই বীর কেননা পরের শক্তি না দেখিয়া কে গর্ব্বিত না হয় আর মনুষ্যকর্তৃক যেমন কাষ্ঠ করণক পাষাণ উত্থাপিত হয় তেমন মনুষ্যকর্তৃক কাষ্ঠব্যতিরেকে প্রস্তর উত্থাপিত হয় না অল্প উপায়েতে যে মহৎকার্য্য নিষ্পন্ন হয় ইহা মন্ত্রণার বড় ফল কিন্তু সংগ্রাম উপস্থিত দেখিয়া ব্যবহার কর যেহেতুক সময়ানুসারে উদ্যোগেতেই যেমন কৃষি ফলবতী হয় সেইরূপ হে মহারাজ রক্ষণহেতুক এই নীতি চিরকালেতে ফলে। অপর অনাসন্ন কার্য্যেতে বড় লোকের ভীরুতা গুণ কার্য্য আসন্ন হইলে শৌর্য্যই গুণ আর সল্লোকেরা বিপত্তিতে ধৈর্য্যাবলম্বন করে অপর প্রথমত উত্তাপ নিশ্চয় সকল কার্য্যের বিঘ্ন কেননা অত্যন্ত শীতল হইয়াও জল কি পর্ব্বতকে ভেদ করে না বিশেষে মহাবল ঐ চিত্রবর্ণ রাজা যেহেতুক বলবানের সহিত যুদ্ধ করিবেক ইহা নিদর্শন নাই কেননা মনুষ্যেরদিগের হস্তির সহিত যে যুদ্ধ সে মরণকে উপস্থিত করে। অপর সময় না পাইয়া বলবান অপকারককে যে বর্ত্তে সে মূর্খ কেননা যেমন পিপীলিকাদির পালকের উৎপত্তি এইরূপ বলির সহিত কলহ। আর কমঠ শরীরের ন্যায় সঙ্কোচ পাইয়া প্রহারকেও সহ্য করিবেক নীতিজ্ঞ ব্যক্তি সময়ানুসারে খল সর্পের ন্যায় উঠিবেক উপায়জ্ঞ ব্যক্তি বড় বিষয়েতে কিম্বা অল্প বিষয়েতে সমানই ক্ষম হয় নদীবেগ যেমন তৃণ সকলকে উন্মূলন করে এইরূপ বৃক্ষ সকলকেও উন্মূলন করে অতএব তাহার দূতকেও আশ্বাস করিয়া তাবৎপর্য্যন্ত রাখ যাবৎপর্য্যন্ত দুর্গ সসজ্জ না হয় যেহেতুক প্রাকারস্থ ধনুর্দ্ধর এক ব্যক্তি শত লোকের সহিত যুদ্ধ করে শত লোক লক্ষ লোকের সহিত যুদ্ধ করে সেইহেতুক দুর্গ প্রশস্ত হয়। আর অদুর্গ দেশ কোন

বৈরিকর্ত্তৃক পরাভব স্থান না হয় নৌকাচ্যুত মনুষ্যের ন্যায় অদুর্গ রাজা আশ্রয় কর্ত্তব্য নয় [পর্ব্বত নদী মরুভূমি অরণ্য আশ্রয়েতে উচ্চ প্রাকারযুক্ত অতিশয় খাত সযন্ত্র সজল দুর্গ করিবেক বিস্তীর্ণ অতিবিষম ও ধন ধান্য লবণাদিযুক্ত ও প্রবেশ নির্গমরহিত এই সাত দুর্গ সম্পত্তি। স্বামী অমাত্য সুহৃৎ কোষ রাষ্ট্র দুর্গ বল ইহারা পরস্পর উপকারি সপ্তাঙ্গ রাজ্য হয় দুর্গাধ্যক্ষ বলাধ্যক্ষ ধনাধ্যক্ষ রাজা দূত পুরোহিত দৈবজ্ঞ বৈদ্য ইহারা মন্ত্রকারক হয়। রাজা বলিলেন দুর্গের অনুসন্ধানেতে কে নিযুক্ত হইবে চক্রবাক বলিতেছে যে কর্ম্মেতে যে দক্ষ সেই কর্ম্মেতে তাহাকে নিয়োগ করিবেক অদৃষ্টকর্ম্মা যে লোক সে শাস্ত্রজ্ঞ হইলেও কর্ম্মে মুগ্ধ হয় সেহেতুক সারসকে আহ্বান কর তাহা করিলে পর সারসকে আগত দেখিয়া রাজা বলিলেন ও হে সারস তুমি শীঘ্র দুর্গের অনুসন্ধান কর সারস প্রণাম করিয়া বলিল হে মহারাজ এই বৃহৎ সরোবর অনেক কাল দুর্গ নিরূপিত আছে কিন্তু এই মধ্যবর্ত্তি দ্বীপে দ্রব্য সংগ্রহ করুন যেহেতুক হে মহারাজ সকল সংগ্রহহইতে ধান্যের সংগ্রহ উত্তম কেননা মুখেতে নিক্ষিপ্তরত্ন যে জন সে জীবন ধারণ করে না এবং সকল রসের মধ্যে লবণরস উত্তমরূপে খ্যাত তাহা ব্যতিরেকে ব্যঞ্জন গোময়ের ন্যায় হয় রাজা কহিলেন ত্বরাতে গিয়া সমস্ত অনুষ্ঠান কর। পুনর্ব্বার প্রবেশ করিয়া দ্বারী বলিতেছে হে রাজাধিরাজ সিংহলদ্বীপহইতে মেঘবর্ণ নামে কাক সপরিবারে আসিয়া দ্বারেতে আছে মহারাজার চরণ দেখিবার নিমিত্তে বাঞ্ছা করিতেছে রাজা বলিলেন কাকেরা সর্ব্বজ্ঞ হয় এবং বহুদর্শী হয় অতএব সংগ্রহ কর্ত্তব্য